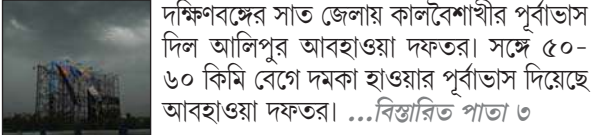
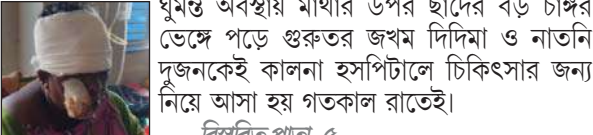


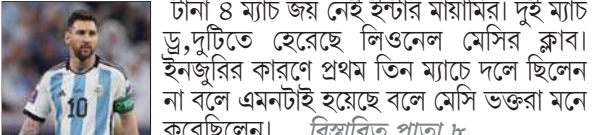
লোকসভা নির্বাচনের আবহে ড্রাই ডে ঘোষণা দিল্লি আবগারি দফতর। দিল্লি সরকার ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে ৫টি ড্রাই ডে ঘোষণা করবেন। ...বিস্তারিত পাতা ২



দক্ষিণবঙ্গের সাত জেলায় কালবৈশাখীর পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সঙ্গে ৫০-৬০ কিমি বেগে দমকা হাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। ...বিস্তারিত পাতা ৩



মুমন্ত অবস্থায় মাথার উপর ছাদের বড় চাঙ্গর ভেঙ্গে পড়ে গুরুতর জখম দিদিমা ও নাতনি দুজনকেই কালনা হাসপিটালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় গতকাল রাত্তাই। ...বিস্তারিত পাতা ৫



টানা ৪ ম্যাচ জয় নেই ইন্টার মায়ামির। দুই ম্যাচ ড্র, দুটিতে হেরেছে লিওনেলে মেসির ক্লাব। ইনজুরির কারণে প্রথম তিন ম্যাচে দলে ছিলেন না বলে এমনিটাই হয়েছে বলে মেসি ভক্তরা মনে করেছিলেন। ...বিস্তারিত পাতা ৮

বাংলার মানুষ তৃণমূলের দুর্নীতি আর কুশাসনে ক্লান্ত : নরেন্দ্র মোদী



নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল : রবিবার ফের একবার বাংলায় মেগা সভা করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে রবিবার সকালে বিহারের নওয়াদা এবং জলপাইগুড়িতে বিকেলে সভা মৌদীর। রবিবার বাংলায় মেগা

র্যালি করার আগে সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে এক বার্তায় তৃণমূল সরকারকে কাঠগড়ায় তুললেন প্রধানমন্ত্রী। নিজের এক্স হ্যান্ডলে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ‘বিকলে, আমি জলপাইগুড়ির মানুষদের মধ্যে থাকব একটি সমাবেশে ভাগ্য দিতে। ওখানে বন্ধ বিজেপির প্রতি অসাধারণ জনসমর্থন রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ টিএমসির দুর্নীতি আর কুশাসনে ক্লান্ত। একমাত্র বিজেপি ওঁদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারে। এছাড়া বিহার প্রসঙ্গে রবিবার প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ‘ফের বিজেপি-এনডিএ-র তৃণমূল চেউ দেখা যাচ্ছে। আজ সকাল ১১টা নাগাদ নওয়াদার জনসভায় যোগ দেওয়ার জন্য উচ্ছ্বসিত। কারণ আপনার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য হবে।’ এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন্তব্য করেন ১৪০ কোটি দেশবাসীর জন্য কাজ করতেই জন্মেছেন, মজা করতে নয়। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে রবিবার বিহারের নওয়াদার জনসভা করেন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকেই একথা বলেন তিনি। এখানে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী মৌদী বলেন যে মোদী মজা করার জন্য জন্মগ্রহণ করেনি। মোদীর জন্ম হয়েছে কেঁটার প্রশ্রম করার জন্য, এবং তাও ১৪০ কোটি দেশবাসীর জন্য। এখন পর্যন্ত অনেক কিছু কাজ করা হয়েছে। দেশ ও বিহারকে নিয়ে যেতে হবে উন্নত উচ্চতায়। প্রবীণ বিজেপি নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার নওয়াদার কুন্ডি নগরে বিজেপি প্রার্থী বিবেক ঠাকুরের পক্ষে একটি জনসভায় ভাষণ দেন। এই সভা থেকে আইএনডিআই জোটকে কড়া নিশানা করেন প্রধানমন্ত্রী। আইএনডিআই জোট মানেই দুর্নীতিবাজদের ঠিকানা।

দেশজুড়ে কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদ



নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল : আবগারি দুর্নীতি মামলায় জেলনিষিদ্ধ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। প্রতিবাদে এবার দেশজুড়ে গণ অনশনে আপ কর্মী ও সমর্থকরা। রবিবার কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আম আদমি পার্টির এই কর্মসূচির কথা জানান দলীয় নেতা গোপাল রাই। রবিবার সকালে সারাদিন ব্যাপী অনশন কর্মসূচিতে অংশ নিতে দিল্লির যন্ত্রর মন্তরে জড়ো হন সমস্ত আপ বিধায়ক। যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। যদিও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের ডাক দিয়েছে রাজধানীর শাসক দল। উল্লেখ্য, দলীয় নেতাদের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে আম আদমি পার্টি গত মাসেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাসভবন ঘেরাওয়ার ডাক দিয়েছিল। সস্ত্রিতি দিল্লির রামলীলা ময়দানে সভা করেছিল ইন্ডিয়া জোট। সেখানেও কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে সোচ্চার হন বিরোধী নেতারা। রাহুল গান্ধী-সহ বিরোধী নেতারা অভিযোগ করেন, ‘ভোট ফিল্মিং’ করতেই বিরোধী দলের নেতাদের জেলে ভরছে মোদি সরকার। কার্যত ফাঁকা মাঠে গোল দিতে চায় তারা। রামলীলা ময়দানে ইন্ডিয়া জোটের নেতা র্যাগলিতে বসে নেয় কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ অধিকাংশ বিরোধী দল। সেখানেই নিজের বক্তব্যে রাহুল বলেন, ‘দেশে আইপিএল খেলা হচ্ছে। যেখান আস্পেস্যারদের চাপ রাখা হয়, টাকার বিনিময়ে খেলোয়াড়দের কেনা হয়, আবার অধিনায়কদের ম্যাচ জেতার জন্য ছমকি দেওয়া হয়, ক্রিকেটে এমন অবস্থাকেই ম্যাচ ফিল্মিং বলা হয়। সামনে লোকসভা ভোট। আস্পেস্যার পছন্দ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। খেলা শুকুর আগেই আমাদের খেলোয়াড়দের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।’

কাশ্মীর মন্তব্যে কংগ্রেসকে চাঁচাছেলা আক্রমণ মোদীর

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল : কংগ্রেসের ইস্তহারে রয়েছে ‘টুকরে টুকরে’ মনোভাব, দেশ ভাঙার মন্ত্রণা। গতকালই তোপ দাগেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার কাশ্মীর নিয়ে মন্তব্য করায় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাডগেকে আক্রমণ করলেন মোদি। তিনি বলেন, রাজস্থানে খাডগে যে মন্তব্য করেছেন তা আসলে দেশ ভাঙার মানসিকতা। কংগ্রেসের সভায় খাডগে বলেন, রাজস্থানে এসেও মোদি কাশ্মীর থুয়ে তুলছেন। ভূঙ্গর থেকে ৩৭০ ধারা বাতিলের কথা বলে ভোট চাইছেন। যদিও ওই ইস্যুর সঙ্গে রাজস্থানবাসীর বিদ্মুদ্রান্ত সম্পর্ক নেই। ৩৭০ বলতে গিয়ে ৩৭১ বলে ফেলেন খাডগে। খাডগের এই মন্তব্যই পছন্দ হলনি মোদির। রবিবার বিহারের নওয়াদা প্রচারে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য, ‘লজ্জাজনক মন্তব্য করেছেন খাডগে। তিনি বলেন, ‘কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বাতিলের গ্যারান্টি দিয়েছিল। ফল কী হয়েছে? আমরা করে দেখিয়েছি।’ ইন্ডিয়া জোট বাবাসাহেব আম্বেদকরের সংবিধান রক্ষার কথা বলে, কিন্তু তারা জন্মু ও কাশ্মীরকে আত্মবাহান করেন।’ কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে মোদি বলেন, ‘কথায় কথায় সংবিধান নিয়ে গান গায়। অথচ এই মোদিই এত বছর পর বাবাসাহেব আম্বেদকরের সংবিধান জন্মু-কাশ্মীরে লাগ করেছেন।’ প্রধানমন্ত্রী আর বলেন, ‘ওই বক্তব্য (খাডগের বক্তব্য) শুনে লজ্জিত বোধ করছি। কংগ্রেসের আমার কথা শোনা উচিত। রাজস্থান ও বিহারের যুবকরা জন্মু ও কাশ্মীরকে রক্ষা করতে তাদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছেন। আর আপনি বলছেন কাশ্মীর সে কেয়া লেনাডেনো। এটাই টুকরা টুকরা গ্যাংয়ের মানসিকতা।’ মোদির এমন মন্তব্যে অবস্ফুটিত পড়েছে কংগ্রেস।

সৌগত রায়ের গাড়িতে বড় দুর্ঘটনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিল : সৌগত রায়ের গাড়িতে বড় দুর্ঘটনা ঘটায় রবিবার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পানিহাটিতে সৌগত রায়ের গাড়ি দুর্ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়ে খড়দহ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। পানিহাটি এচবিটি টাউন মোড়ে প্রচার সেবে ফেরার সময় মদমদ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সৌগত রায়ের গাড়ির পেছনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে থাকা মার্বা একটি ম্যাট্রাডোর ডান। ঘটনাস্থল থেকে ম্যাট্রাডোর ডান সহ চালক ও খালাসিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রার্থী সৌগত রায়ের গাড়িতে ম্যাট্রাডোর ডানের পক্ষার ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়ে খড়দহ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের পক্ষ থেকে।

তৃণমূল বাংলায় শান্তি বজায় রাখে পুরুলিয়ায় মমতার সভায় ২ ঘণ্টা দেরি, মঞ্চ থেকে কারণ জানানেন নিজেই



দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ৭ এপ্রিল : প্রায় ২ ঘণ্টা দেরিতে পুরুলিয়ায় শুরু তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা। কপ্টারে বিরাটের জেরে তিন ঘণ্টা গাড়িতে চেপে দুর্গাপুর থেকে পুরুলিয়ায় আসেন তিনি। যার জেরে সভা শুরু হতে দেরি, সভামঞ্চ থেকে নিজেই জানানেন তিনি। উত্তরবঙ্গ থেকে শনিবার সন্ধ্যা দুর্গাপুর পৌঁছেন তৃণমূল দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে চেপে পুরুলিয়ায় আসার কথা ছিল তাঁরা। এদিন পুরুলিয়ার লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী শান্তিরাম মাহাতোর সমর্থনে কাশীপুরে সভা করার কথা। বেলা সাড়ে ১১টায় সভা শুরুর কথা ছিল। সেখানে সভা শুরু হয় পৌনে দুটো নাগাদ। এতো দেরি কেন, কারণটা নিজেই জানলেন তৃণমূল নেত্রী। এ প্রসঙ্গে সভামঞ্চ থেকে তিনি জানান, আসার সময় হেলিকপ্টারটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। ভাবছিলাম কীভাবে আসব। তার পর তিমঘণ্টা জার্নি করে এলাম। দেরি হওয়ার জন্য আমি ক্ষমপ্রার্থী। এদিকে বেলা বাড়তেই আবহাওয়াও বদল হল। কালো মেঘে আকাশ ঢাকো ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাসও আগে ছিল। ফলে দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের কথা ভেবে সভায় তাড়াতাড়ি নিজের বক্তব্য শেষ করে দেন মুখ্যমন্ত্রী। নির্বাচনের সময়ে অশান্তি এদেশে নতুন কিছু নয়।

‘বাংলা বিরোধী’ ষড়যন্ত্র এনআইএ-র! তথ্য ফাঁস করে সুপ্রিম কোর্টে তৃণমূল



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, এপ্রিল : ভোটের আগে ভূপতিভাগের এনআইএ অভিযান নিয়ে এবার বিস্ফোরক তথ্য ফাঁস করল তৃণমূল। রবিবার সাংবাদিক বৈঠক করে বেশ কিছু তথ্য প্রকাশ্যে এনেছেন তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ কুগাল ঘোষ, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তাঁরাই আজ যাচ্ছেন ভূপতিভাগের। সেখানে স্থানীয় নেতৃত্বকে নিয়ে জনসভা করার কথা তাঁদের। নথি পেশ করে তাঁর দাবি, গত ২৬ মার্চ থেকে ভূপতিভাগের এসপি ধরাম সিংয়ের নেতৃত্বে এনআইএ-র বাসভবনে ২৬ মার্চ ঘটয়াকারক বৈঠক হল। তাতেই এনআইএ-কে বলে দেওয়া হয়, তৃণমূলের কোন কোন নেতার বাড়িতে অভিযান চলবে, কাকে কাকে গ্রেপ্তার করতে হবে। এই সংক্রান্ত একটি তালিকাও প্রকাশ করেছে তৃণমূল। এ থেকেই

স্পষ্ট, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার উপর এবার পালটা চাপ তৈরির পথে হাঁটছে রাজ্যের শাসকদল। সূত্রের খবর, এনিমু সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছে তৃণমূল। আগেই তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। রবিবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনিই অভিযোগ করলেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুগাল ঘোষ এবং চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। আর তাতে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে মূল ‘ষড়যন্ত্রী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এনিমু সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। কুগাল ঘোষের আরও দাবি, এনআইএ যে বিজেপির সঙ্গে যোগসাজ্জ করে, তাদের নেতাদের কথায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে এমন ষড়যন্ত্র করছে, তার প্রমাণ স্বরূপ এসব নথি নিয়ে কারও আপত্তি থাকলে, একটি ভিডিও রিলিজ করা হবে। পাশাপাশি বিষয়টি নিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হবে বলেও তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর।

প্রধান বিচারপ্রতি চন্দ্রচূড়ের বার্তা

বিচারপতিরা নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ হোন’

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল : বিচারবিভাগ থেকে রাজনীতিতে আসার নজির রয়েছে অনেক। আবার বিচারপতিদের অঙ্গসরের পর সরকারি পদ পাইয়ে দেওয়া নিয়ে বিতর্কও দানা বেঁধেছে অনেকবার। কিন্তু লোকসভা ভোটের আগে যেভাবে বিচারপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে অভিভি গঙ্গোপাধ্যায় (কঙ্করুটের স্বচ্ছজ্ঞেগগন্জ-এ-কঙ্করুট) সরাসরি বিজেপিতে (কল্লু) যোগ দিয়ে প্রার্থী হয়েছেন, তেমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

তার পরই বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে বিতর্ক আরও জোরালো হয়েছিল। এই আবহেই লোকসভা ভোটের আগে তাপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন দেশের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চঃ দ্রুডা। তাঁর সাফ মন্তব্য, প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের নির্দিষ্ট একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ বা দলের প্রতি আকর্ষণ থাকতেই পারে। কিন্তু

বিচারপতি ও আইনজীবীদের দায়বদ্ধতা-আনুগত্য থাকা উচিত সংবিধানের প্রতি। লোকসভা ভোটের কয়েক দিন আগে এই মন্তব্য করে প্রধান বিচারপতি বিচারকদের নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ হওয়ার প্রযজ্ঞনিয্যতার উপর জোর দিয়েছেন। ওয়াশিংটন মহলের মত, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ নিয়ে নাম না করে এই বার্তা দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। নাগপুর হাই কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত ধনুষ্ঠানে বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেছেন, আমাদের মতো

নিশ্চিত করতে নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা ও রাজনৈতিক স্বার্থ থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছে। এবং বারের নিরপেক্ষতা ও বিচারবিভাগের স্বাধীনতা অঙ্গদ্বীভাবে যুক্ত। প্রধান বিচারপতি বলেন, স্বাধীন বার আইন এবং সাংবিধানিক শাসন রক্ষার জন্য একটি ‘ভিত্তি’ হিসাবে কাজ করে। তাঁর কথায়, রায় দেওয়া হয়ে গেলে তা জনগণের সম্পত্তি। তা নিয়ে প্রশংসা-সমালোচনা উভয়ই হতে পারে। সেটা সাংবাদিকের কলমে, প্রতিক্রিয়া দেওয়ার সময়, সাদালত এবং আমাদের আইন প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা এবং মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব আপনার হাতেই রয়েছে।

বিদ্যাসাগর না থাকলে নিজদের নাম লিখতে পারতেন প্রশ্ন অভিষেকের



দুরন্ত বার্তা, ঘটাল, ৭ এপ্রিল : চব্বিশের নির্বাচনে ঘটাল জিততে শাসকদলের তুর্কপের তাস ঘটাল মাস্টার প্ল্যান। বহু বছরের এই প্রকল্পের বাস্তবায়নকে সামনে রেখেই ভোট বৈতরণী পেরতে বন্ধগণিকের তৃণমূল। রবিবারীয় ঘটালে তৃণমূলের তারকা প্রার্থী দেবের সমর্থনে রোড শো থেকে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, ঘটালের একেকটি ভোট দিন ঘটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য। এ বছর ধরে কেন না বাস্তবায়িত হল না? কেন্দ্রের তো টাকা দেওয়ার কথা।

দেখনি। রাজ্য সরকার নিজের টাকায় এই ঘটাল মাস্টার প্ল্যান করছে। মনে রাখবেন, আপনাদের সুবিধার জন্য সবসময়ে পাশে আছে রাজ্যের তৃণমূল সরকার। পাশাপাশি বিদ্যাসাগরের জন্মস্থানে দাঁড়িয়ে অভিষেক মনে করিয়ে দিলেন উনিশের ভোটের আগে কলকাতায় অমিত শাহর রোড শো থেকে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার প্রসঙ্গ। ২০১৪ সাল থেকে ঘটালের সাংসদ টলিউড তারকা দেবা। তারকা হওয়ায় তাঁকে সংসদে সভাবে দেখা যায় না বলে অভিযোগ ছিল। এমনকী চলতি বছরের শুরুতেও দেব ঘটালের কয়েকটি প্রশাসনিক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ায় তা নিয়ে জটিলতা শুরু হয়েছিল। তিনি দল ছাড়তে পারেন, এই জল্পনাও উসকে উঠেছিল। কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দক্ষায় দক্ষায় বৈঠকের পর দেব ঘটালের প্রার্থী হতে রাজি হন। আর একইসঙ্গে দেব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ঘটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেন। এদিন অভিষেক ঘটালের রোড শো থেকে জানানলেন, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই মাস্টার প্ল্যানের কাজ শেষ হবে। গত ১০ মার্চ ব্রিগেড থেকে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকেই ঘটালের মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছে দেব। রোজই একাধিক এলাকায় গিয়ে জনসংযোগ, ছোট ছোট সভা করছেন। পাশাপাশি, সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে স্ট্রাটেজি তৈরি করছেন। আর সর্বত্রই দারুণ সাড়া পাচ্ছেন। এবার দেবের সমর্থনে ঘটালবাসীর কাছে ভোট চাইতে গেলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের এই রোড শো পূর্ব পরিকল্পিত ছিল। খড়া এলাকায় অরবিন্দ স্টেডিয়াম থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার রোড শো করেন দেব ও অভিষেক। সেখান থেকে ‘ঘটাল মাস্টার প্ল্যান’-এর জন্য ‘দিদি আর ‘অভিষেকবাবুকে ধন্যবাদ জানান। দেবা মানুষজনের ভালোবাসায় তিনি ফের ঘটাল থেকে লোকসভার লড়াইয়ে শামিল হয়েছেন বলে জানান। আর অভিষেক তুলে আনেন বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা প্রসঙ্গ। উনিশের লোকসভা ভোটের সময়ে উত্তর কলকাতায় অমিত শাহর রোড শো চলাকালীন সেখান থেকে আমহাস্ট স্ট্রিটের বিদ্যাসাগর মূর্তি ভাঙার অভিযোগ ওঠে এবিভিপি সমর্থকদের বিরুদ্ধে। তা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউত্তোর গড়ায় বহুদূর। ৫ বছর পর, চব্বিশের ভোটের আগে বিদ্যাসাগরের জন্মভূমিতে দাঁড়িয়ে সেই ষড়যন্ত্র সন্দেহ দিলেন অভিষেক। বললেন, সেদিন যে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা হয়েছিল, তাকে কজনকে শাস্তি হয়েছে? বিজেপি থাকলে এবার দেবের হয়ে তাদের এই প্রশ্নটা করবেন। বিদ্যাসাগর না থাকলে আজ নিজদের নাম লিখতে পারতেন কি।

আরও ৩ আসনে প্রার্থী দিল কংগ্রেস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, এপ্রিল : জেট নিয়ে চর্চার মাঝেই আরও তিন আসনে প্রার্থী দিল কংগ্রেস। ঘটাল আসনে লড়বেন বিজেপিভাগী ডঃ পাণ্ডিয়া চক্রবর্তী। বনগা আসনের প্রার্থী মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রদীপ বিশ্বাস। উলুবেড়িয়ায় যুব কংগ্রেস সভাপতি আজহার মল্লিকের উপরই তরঙ্গা তরঙ্গে দল। একই সঙ্গে ভগবানগোলা উপনির্বাচনের প্রার্থীর নামও ঘোষণা করেছে কংগ্রেস। তবে বরানগর আসনটি হাত শিবির ছেড়েছে বামদলের জন্য। আজহার মল্লিক (উলুবেড়িয়া) উলুবেড়িয়া লোকসভা আসনে কংগ্রেসের প্রার্থী আজহার মল্লিকের। তাঁর আদি বাড়ি বর্ধমানের ষণ্ডঘোষ। তবে বর্তমানে বালির বাসিন্দা তিনি। পেশায় আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায়ী। দীর্ঘদিনের কংগ্রেস কর্মী তিনি। বর্তমানে যুব কংগ্রেসের সভাপতি। প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পরই আজহার জানান, তিনি উলুবেড়িয়ার মানুষের কথা তুলে ধরবেন পার্লামেন্টে। তাঁর মুখে শোনা গেল আনিস মতুয়া প্রসঙ্গও প্রদীপ বিশ্বাস (বনগা) লক্ষ্য মতুয়া ভোট। বনগা লোকসভা আসনের কংগ্রেস প্রার্থী মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রদীপ বিশ্বাস। তিনি ১৯৮৪ সাল থেকে হাত শিবিরের অংশ। ১৯৯৩ সালে বয়রা পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন। শোশাল একটি সরকারি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক তিনি। দলের হয়ে লোকসভার টিকিট পেয়ে খুশি প্রদীপবাবু। প্রসঙ্গত, প্রদীপবাবুর ভাইয়ের স্ত্রী তৃণমূল করেন, তিনি পঞ্চায়েতের সদস্য। ডঃ পাণ্ডিয়া চক্রবর্তী (ঘটাল) ষড়গুপ্ত আইআইটির সঙ্গে যুক্ত ডঃ পাণ্ডিয়া চক্রবর্তী।

রাহুল রাজনীতির সেরা ফিনিশার,খোঁচা রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল : ক্রিকেটে যেমন খোনি, তেমনই রাজনীতিতে সেরা ‘ফিনিশার রাহুল গান্ধী। কংগ্রেসকে ‘ফিনিশ করে তবেই থামবেন তিনি। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতিতে এমনই কটাক্ষ করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। সেই সঙ্গে কংগ্রেসকে তোপ দেগে তাঁর খোঁচা, দুর্নীতির সঙ্গে শতাব্দীপ্রাচীন দলটির ‘অটুট সম্পর্ক। লোকসভা নির্বাচন শুরু হতে আর কয়েকদিন। সব দলই প্রচারের খাঁজ বাড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রদেশের সিপি জেলার এক জনসভায় রাজনাথ সিং আক্রমণ করলেন রাহুলকে। তাঁকে বলতে শোনা যায়, আমি কখনও কখনও অবাক হয়ে যাই, বুঝে পাই না কী যে হচ্ছে। তার পর আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। বলুন তো ক্রিকেটের সেরা ফিনিশার কে? সবাই বলল, খোনি। একই ভাবে আমার কাছে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে ভারতীয় রাজনীতিতে সেরা ফিনিশার কে, আমি বলব রাহুল গান্ধী। আর সেই কারণেই বহু নেতা কংগ্রেস ত্যাগ করেছেন। এরই পাশাপাশি কংগ্রেসকে তোপ দেগে তিনি বলেন, কংগ্রেস ও দুর্নীতি অঙ্গদ্বীভাবে জড়িত। অধিকাংশ কংগ্রেস সরকারকে দুর্নীতিতে অভিযুক্ত হতে হয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারের কোনও মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ কেউ তুলতে পারেনি। সেই সন্দেহ তাঁর খোঁচা, একমসর ভারতীয় রাজনীতিতে রাজত্ব করত কংগ্রেস। এখন তারা দু-তিনটি রাজাই কেবল ক্ষমতায় রয়েছে। রাজনাথের দাবি, কংগ্রেস যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার কোনওটিই পূরণ করেনি। অন্যদিকে গল দশ বছরে বিজেপি সমস্ত প্রতিশ্রুতিই রেখেছে। সেই সঙ্গে ভারতের ভবিষ্য নিয়ে বর্তমানে গিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী দাবি করেন, ২০৪৫ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের এক ‘সুপার পাওয়ার’ হয়ে উঠবে।



বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী পন্ডিত রবিশঙ্করকে জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন মুখ্যমন্ত্রী যাদবের

ভোপাল, ৭ এপ্রিল : বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী পন্ডিত রবিশঙ্করকে জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। তিনি রবিবার সামাজিক মাধ্যম এঞ্জ-এ পোস্ট করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি এঞ্জ পোস্টে লিখেছেন, আমি ভারতরত্ন পন্ডিত রবিশঙ্কর জিকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ এবং মেতার বাদক রবিশঙ্কর ভারতীয় সঙ্গীতকে বিশ্বে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

লোকসভা নির্বাচনের আবহে ড্রাই ডে ঘোষণা দিল্লি আবগারি দফতরের

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল : লোকসভা নির্বাচনের আবহে ড্রাই ডে ঘোষণা দিল্লি আবগারি দফতর। দিল্লি সরকার লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে ৫টি ড্রাই ডে ঘোষণা করেছে। এই পাঁচটি ড্রাই ডে-র মধ্যে তিনদিন এপ্রিলে, একটি মে মাসে এবং আরেকটি জুন মাসে।জানা গেছে, দিল্লির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উত্তর প্রদেশের কিছু অংশে দিল্লি সরকারের আবগারি দফতর নির্দেশ জারি করেছে যে, দিল্লিতে আগামী ২৪ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা থেকে ২৬ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত মদের দোকানে ড্রাই ডে থাকবে। অর্থা দোকান বন্ধ থাকবে।একইসঙ্গে দিল্লি সংলগ্ন উত্তরপ্রদেশের গাধিয়া বেলগু, গৌতম বুদ্ধ নগর এবং বাগপত জেলা থেকে ১০০ মিটার দূরত্বে ২৪ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা থেকে ২৬ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ড্রাই ডে থাকবে বলে জানা গেছে।

নভি মুম্বইয়ে ৩ বাংলাদেশি-সহ ৫ জন প্রেফতার

মুম্বই, ৭ এপ্রিল : নভি মুম্বইতে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের কারণে পুলিশ বেশ কয়েকটি এলাকায় অপরাধীরাে সন্ধান নে অভিযান শুরু করেছে। এই অভিযান চালিয়ে পুলিশ রবিবার ৬ বাংলাদেশি-সহ মোট ৫ জনকে প্রেফতার করেছে। বাংলাদেশের এই ৬ নাগরিক অধৈর্যভাবে বসবাস করছিল বলে অভিযোগ।পুলিশ জানিয়েছে, নভি মুম্বই পুলিশ কমিশনারেট এলাকার নেরাল এবং ঘানসোলিতে অভিযুক্ত এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার জন্য অনুসন্ধান অভিযান চালাচ্ছে। এই অভিযান চালিয়ে এদিন নেরুলের বালাজি হিল এলাকার একটি বস্তি থেকে ৯ হাজার টাকা মূল্যের ৮-৭৪ গ্রাম গার্জাসহ মদ্যে্প্রকাশ বোটেট (৩২) কে প্রেফতার করে পুলিশ। এরপর অবৈধভাবে বসবাসরত তিন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে পুলিশ। তারা হল- জাফর সালাম কাজী (৬৫), হাওয়া বেগম জাফর কাজী (৬০), নাজমুল সালাম কাজী (২৫)। এই অনুসন্ধান অভিযানের সময়, পুলিশ বনি শঙ্কর সানলুখে (২৫) নামে এক অভিযুক্তকেও প্রেফতার করেছে, যাকে দুই বছরের জন্য নির্বাসিত করা হয়েছিল। পুলিশ এই সমস্ত অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

ওয়াসিম জেলায় দু’টি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত দুই

মুম্বই, ৭ এপ্রিলঃমুম্বইয়ের ওয়াশিম জেলার মংরলপুর তহসিলের মহাসড়কের শেন্দ্রুলপান মোড়ে একটি ট্রাক ও একটি বোলেরো পিকআপের মধ্যে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন দুইজন। হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত দুজনকে নিকটস্থ হাসপাতালে ভর্তি করে।দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে।পুলিশ জানিয়েছে, লাসলুপেও থেকে পেয়াজ নিয়ে একটি ট্রাক নাগপুর যাচ্ছিল। এরপর হাইওয়ের শেন্দ্রুরজন মোড়ে নালিক থেকে নাগপুরের দিকে আন্দুর নিয়ে, দ্রুত গতিতে আসা একটি বোলেরো পিকআপ গাড়ি পেছন থেকে ট্রাকটিকে ধাক্কা দেয়। এরপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকটি অন্য আর একটি গাড়িকে ধাক্কা মারে। এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন ঘনশ্যাম পাটেল ও রাজা আহিরওয়াল। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় রেসকিউ টিম ও পুলিশ প্রশাসন। আহতদের সঙ্গে সঙ্গে একটি অ্যান্থ্রুলেশের সাহায্যে নিকটস্থ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

কংগ্রেস যেখানে থাকে সেখানে বিকাশ সম্ভবই নয় : প্রধানমন্ত্রী

আজমের, ৭এপ্রিল : কংগ্রেস যেখানে থাকে সেখানে বিকাশ সম্ভবই নয়। অভিযোগ করলেন বিজেপি নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার রাজস্থানের আজমের-এ নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, যেখানে কংগ্রেস থাকে সেখানে উন্নয়ন হতে পারে না। কংগ্রেস কখনই গরিবদের কথা চিন্তা করেনি অথবা বর্ধিত, শোষিত ও যুবকদের কথা ভাবেনি। কংগ্রেসকে পরিবারতান্ত্রিক ও দুর্নীতিগ্রস্ত দল বলেও আখ্যা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, গতকাল কংগ্রেস পার্টি মিথ্যার বাস্তব প্রকাশ করেছে, তাদের ইন্তেহার প্রকাশ করেছে। প্রতিটি পাতায় ভারত যেতে ফ্লোর গন্ধা স্বাধীনতার সময় মুসলিম লীগে যে চিত্তাভাবনা ছিল



কংগ্রেসের ইন্তেহারে সেই একই চিত্তাভাবনা প্রতিফলিত হচ্ছে। মোদী বলেছেন, কংগ্রেস তৎকালীন মুসলিম লীগের চিত্তাধারা বর্তমান ভারতের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়। এখন কংগ্রেসের কোনও নীতি অবশিষ্ট নেই।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর ২ কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি কোথায় গেলঃজিতেন্দ্র পাটোয়ারী

ভোপাল, ৭ এপ্রিল : প্রধানমন্ত্রী মোদীর ২ কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল, মন্তব্য করেন মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি জিতেন্দ্র পাটোয়ারী। রবিবার তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে

কেন্দ্রের মোদী সরকারকে তোপ দাগেন। তিনি এদিন বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর ২ কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল, তিনি মোদীর গ্যারেন্টি হিসেবে গমের জন্য ২৭০০ এবং ধানের জন্য ৩১০০

ভয়েস ডেটার চাহিদা

নয়াদিল্লি,৭এপ্রিলঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তর্গলে থাকা কম্পীরা বর্ধিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চট্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটি বোরোলা । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য চন্দ্রিকের আলাহাল্লি গ্রামের একই সকাল । কিন্তু, গরম ও গুন্মোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে । এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৬০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বারার বারার প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশকে বদলে) যথেষ্ট ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা (২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘণ্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৬০ ডলার) । এই টাকাটা দুইরে শুভে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে নিবনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রণাগত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চৌধুরে পেড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে নুনতন আসের প্রায় কুড়ি গুণ । তার কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ চিঠকাঁক হলেই চন্দ্রিকার কন্ট এই উপার্জন করতে পারছে অ্টি চি ি ফি শি য় া ল ইন্টেলিজেন্স(এআই) বা কৃত্রিম মেধার রম্যম্বর জানাই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিট-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাঙ্কছেন । অনন লিঙ্গ যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখহারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সম্মান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি বাক্য আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ১০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নডের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আগও উদ্যোগী হতে হবে বিশেষ দরিদ্রতম মানুষকে যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাউদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাউদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই কারণে চাহিদা এবং শিক্ষক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আয়মন্ডিকি বৃদ্ধিতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কন্ট মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল

মনে হচ্ছে কংগ্রেস সর্বই স্ক্রুতিতে দিয়েছে, পুরো কংগ্রেস পার্টিকে আউটসোর্স করা হয়েছে। ১৯ এপ্রিল উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুন্ডি এবং আলিপুরদুয়ার আসনে ভোট গ্রহণ করা হবে। এরমধ্যে শেষের দুই আসনে অন্যতম ইস্যু চা বাগান। প্রধানমন্ত্রী নরে ঙ্র মোদী চা শিল্প এবং চা বাগানের শ্রমিকদের দুর্দশার জন্য তৃণমূল সরকারকে কাঠগড়ায় তোলেন। রবিবার তিনি ধূপগুড়ির সভা থেকে বলেন, তৃণমূল পার্টি ও সরকারের কারণে বহু চা বাগান বন্ধ। জনতার উদ্দেশে তাঁর সভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন হুঁড়ে দেন, ‘এর জবাব চাইবেন কি চাইবেন না। তৃণমূলকে সবক শোখাবেন কি শোখাবেন না?’লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে

কাঁকা সমর্থন মূল্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেটাই বা কোথায় গেলো? এইসব প্রশ্নের উত্তর প্রধানমন্ত্রী মোদীকে দিতে হবে।মধ্যপ্রদেশের মানুষ শিবরাজ সিং চৌহানের মুখ দেখে এবং ’লাডলি

ক্রমশই বেড়ে চলেছে

কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাতাবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কম্পী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোগ্যণার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এগরপের, তারা অন্যাঞ্নের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৬০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)প্রদান করেছেন, এটা একটা এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপাড়া । তিনি বলেছেন, টিক্কাচ চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারে । চোপাড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্ট্রানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপাড়া বলছেন, এটা একটি পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই শিঞ্জিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পূনর্বটান চোপাড়ার প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভবেনে । চ্যাট, জিপিটি আরও মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও দ্রোব্লার পরিমাণ দেখে । কনকরাজ দরিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কনিয়্যার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘটনায় ২ ডলারকে মাত্র রোজগার করে

। তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি দেয়াছে কনিয়্যের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিশোধের দাবি করায় তাকে ডাডিয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বেই হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালো চেয়ে থাকতে হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায়।চোপাড়ার লক্ষ্যে, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি সেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । নুনতম মজুরি ২০ গুণ বা ডা়ালেও কথা লাভজনকই থাকবে।কারিয়ার সংস্থা প্রথম স্তনলে একটু সন্দেহই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল আলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারি়দ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মনাক্ষণের ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । এটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো চোপাড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক ব্যস্ত বেসদলুথ থেকে ৭০ মাইল দূরে আংথের খেত পেরিয়ে গুল লমোহর বীধিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাদি গ্রাম

রবিবার বিহারের নওয়াদার জনসভা করেন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকেই একথা বলেন তিনি। এখানে জনসাধারণের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে মোদী মজা করার জন্য জন্মগ্রহণ করেননি। মোদীর জন্ম হয়েছে কঠোর পরিশ্রম করার জন্য, এবং তাও ১৪০ কোটি দেশবাসীর জন্য। এখন পর্যন্ত অনেক কিছু কাজ করা হয়েছে। দেশ ও বিহারকে নিয়ে যেতে হবে উন্নাত উচ্চতায়। প্রবীণ বিজেপি নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার নওয়াদার কুন্তি নগরে বিজেপি প্রাণী বিবেক ঠাকুরের পক্ষে একটি জনসভায় ভাষণ দেন। এই সভা থেকে আইএনডিআই জোটকে কড়া নিশানা করেন প্রধানমন্ত্রী। আইএনডিআই জোট মানেই দুর্নীতিবাজদের চিকানা।

বেহনা” প্রকল্পের পক্ষে ভোট দিয়েছেন কিন্তু আপনি এমন এক জনকে মুখ্যমন্ত্রী করেছেন যিনি এই পদের যোগ্য নন, বলেও তিনি এদিন কটাক্ষ করেন।

বিহারে উন্নয়ন দ্রুত গতিতে হচ্ছেঃনীতীশ কুমার



নওয়াদা, ৭ এপ্রিল : বিহারে উন্নয়ন দ্রুত গতিতে হচ্ছে, এই মন্তব্য করেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। রবিবার বিহারের নওয়াদায় একটি নির্বাচনী জনসভায় তিনি একথা বলেন। তিনি এদিন আরও বলেন, ২০০৫ সালের আগে বিহারের অবস্থা কী ছিল? আর এখন সেখানকার কী অবস্থা সেটা দেখুন? বিহারে যাতায়াতের কোনও রাস্তা আগে ছিল না, আর আজ রাস্তা তৈরি হওয়ায় সেই সমস্যা মিটেছে। সেই কথা কখনও ভুলবেন না আপনারা। আপনারা কোনও চিন্তা ছাড়া ঘুরে বেড়াতে পারেন। এদিনের এই জনসভায় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত রয়েছেন। সবাই জানে উনি কী কাজ করেছেন। তাই আমি হৃদয় থেকে ওঁনার প্রতি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্বামী ও স্ত্রী (লালু যাদব এবং রাবড়ি দেবী) ১৫ বছর রাজস্থ করেছেন কিন্তু বিহারে কোনও কাজ হয়নি বলেও তিনি তোপ দাগেন।

রবিবার জন্মু ও কাশ্মীর-সহ দেশের একাধিক স্থানে ভূমিকম্প

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল :শনিবারের পর রবিবারও জম্মু ও কাশ্মীরের কিশতওয়ারে কৈপে ওঠে মাটি। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (এনসিএস) জানিয়েছে, রবিবার ভোররাতে জম্মু ও কাশ্মীরের কিশতওয়ার জেলায় ৬.৫ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছেন।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির মতে, মধ্যরাত ২.৫০ মিনিটে ভূমিকম্প হয়। মাটি থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পটি হয়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে যে, কম্পনের তীব্রতা ছিল ৬.৫ মাত্রার।রবিবার সকালে লাাদাখেও ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল কাগিল। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.৪। গভীর রাতে ভূমিকম্পে কৈপে ওঠে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৩। তবে এখনও পর্যন্ত কোথাওই হতাহতের খবর নেই।

বারাণসী থেকে উদ্ধার জে পি নাড্ডার স্ত্রীর চুরি যাওয়া গাড়ি, প্রেফতার ২

বারাণসী, ৫ এপ্রিল : বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার স্ত্রীর চুরি যাওয়া গাড়ি উদ্ধার করেছে পুলিশ। সেইসঙ্গে ২ জনকে প্রেফতারও করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, নাড্ডার স্ত্রীর চুরি যাওয়া সাদা ফরচুনার গাড়িটি রবিবার বারাণসী থেকে উদ্ধার করেছে দিল্লি পুলিশ। এই ঘটনায়, দিল্লি পুলিশ দুই গাড়ি চোরকে প্রেফতার করেছে। পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ১৯ মার্চ দিল্লির গোবিন্দপুরি এলাকা থেকে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নাড্ডার স্ত্রী মল্লিকা নাড্ডার ফরচুনার গাড়ি চুরি হয়। গাড়ির চালক, জোগিন্দ্র সিং, গোবিন্দপুরীতে তার বাড়িতে গেলে চোরেরা সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে পালায়। গাড়ির চালক থানায় লিখিত অভিযোগ দাখল করেন। পুলিশ মামলা নথিভুক্ত করে গাড়িটির খোঁজ শুরু করেছে।

ধর্মনগর থানার নাকের ডগায় বাড়িতে ঢুকে দু পসাহসিক চুরি

ধর্মনগর (ত্রিপুরা), ৭ এপ্রিল : উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কাছে দু পসাহসিক চুরির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। চুরি হয়েছে নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ তথ্য তল্লাশি করেছে, কিন্তু চোরের কোনও হদিশ পায়নি। জানা গিয়েছে, ধর্মনগর থানা থেকে লিল ছৌড়া দুরত্বে ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের পাশে ভাস্কর সেনগুপ্তের বাড়ি। পরিবারের লোকজন গত কয়দিন ধরে বাড়িতে ছিলেন না। নির্জনতার সুযোগ নিয়ে চোর ঘরের ডেউলিটের ভেত্রে ভেতরে প্রবেশ করে। আলমিয়ার তালো চেয়ে নাদাদ পাড়ার হাজার টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে গিয়েছে চোর। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতো। রবিবার সকালে চুরির বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। বাড়ির মালিক সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বাড়িতে ফিরে চুরির ব্যাপারে ধর্মনগর থানার পুলিশকে জানান। পুলিশ গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। খবর লেখা পর্যন্ত পুলিশ চুরির সাথে জড়িত কাউকেই শনাক্ত করতে পারেনি। এদিকে স্থানীয় জনগণের বক্তব্য, ইদানিং ধর্মনগর শহর ও শহরতলিতে চুরির ঘটনা বেড়েছে। রাতে পুলিশের টহলদারি জোরদার করার দাবি জানিয়েছেন ধর্মনগর শহরবাসী।

নিজের জীবনের চড়াই-উতরাইয়ের কথা বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ আমির

৭ এপ্রিল : আমির খান। নামটাই সিনে-ব্যাকরণ শেখার জন্য যথেষ্ট। একাধারে তিনি যেমন পরিচালক, তেমনই ক্যামেরার খুঁটিনাটিও তার ভালোই জানা। শুধু কী তাই? তিনি বলিউড সিনেপাড়ার ‘প্রোমেশন গুরু’! সিনেমাকে কীভাবে দর্শকদের প্লট অবধি পৌঁছে দিতে হয়, সেটা আমির ধান একাধিকবার ছবি রিলিজের আগে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তবে স্বরূপকোণ ধরেই বক্সঅফিসে মিস্টার পারফেকশনিস্ট-এর বাজার মন্দা! শেষ ৮ বছর আগে ‘রকবাস্টার মুখ দেখেছিলেন আমির খান। বহু পরিশ্রমের ফসল ‘ঠাগল অফ হিন্দোস্তান’ দিয়ে ডুবুবেছিলেন আর ‘লাল সিং চাড্ডা’ও ফেরাতে পারেন না তাঁর কপাল। এবার আমিরের এক সাক্ষাৎকারে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, সেখানেই ‘ পারফেকশনিস্ট’কে দেখা গেল হাউহাউ করে কেঁদে ফেলতে! জীবনে অর্ধকষ্টের কথা বলতে গিয়েই তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন।

এনআইএ-র ওপর হামলা করা উচিত হয়নি, মন্তব্য শশী পাঁজার

কলকাতা, ৭এপ্রিলঃপূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভূপতিনগরে এনআইএ-এর ওপর হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন মন্ত্রী শশী পাঁজা। একইসঙ্গে কেরদুর্নী এজেঞ্জির অতি সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। ভূপতিনগরে তদন্তের সময় এনআইএ অফিসারদের ওপর হামলা প্রসঙ্গে মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেছেন, আমরা এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছি। কীভাবে ইডি, সিরিআই, আইটি-কে বিজেপি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে, এমনকি আদর্শ আচরণবিধি লাগু হওয়ার পরও? নির্বাচন কমিশনের উচিত ঘটনার সভ্যতাভিত্তিক রিপোর্ট চাওয়া। হ্যাঁ, হামলার ঘটনা ঘটা উচিত হয়নি।বিজেপির সমালোচনা করে শশী পাঁজা বলেছেন, মুদ্রাস্ফীতি বা কৌকরত্বের বিষয়ে বিজেপি কিছু বলে না। যে ব্যক্তির চাকরি নেই, সে কীভাবে ‘অমৃত কাল’ ভাববে? বিজেপি শুধু ভবিষ্যতের কথা বলে। রাজ্যপাল সি ডি আনন্দ বোস বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলির ‘অপব্যবহার’ নিয়ে বিচার পরিদপ্তর তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার বিষয়ে, শশী বলেছেন, বর্তমানে, দেশে এমসিসি বলব রয়েছে। এতে রাজ্যপালের কোনও ভূমিকা নেই কারণ এই মুহূর্তে শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশন দায়িত্বপূর্ণ।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা
ক ল ক া ত া , ৮ এপ্রিল ম া র্চ ঃ সোমবার, ২৫ চৈত্র মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ , ইংরেজীঃ৪৮এপ্রিল : ২০২৩, ৫৩৬ চৈতঃনাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ২৫চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসূদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাহু, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ৮এপ্রিল মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ২৫চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈত্রেঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২২ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৬ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপূজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অন্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অন্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ০০(৮)।শুক্র পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৬৭৮৬৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসূরকরণঃবহিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৬৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিহতিয়োগঃঅবিশ্বঃ অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫ঃ৩০ঃ থেকে ০২ঃ৩২ঃ৫৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে ০৫ঃ৫২ঃ২০ঃ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৩০ঃ৬ঃ০২ থেকে ০৬ঃ২৫ঃ১৮ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে ১১ঃঃ৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৫২ঃ১২ থেকে ০৫ঃ২৪ঃ৩ পর্যন্ত কুলিক বেলঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে ০৮ঃ ৪ঃ৪৫২ পর্যন্ত কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে ০৮ঃ৫ঃ০৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২ থেকে ১০ঃ৪৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ৪৪ঃ২৫ থেকে ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কারাত্রাঃ০৮ঃ৪৪ঃ৫২ থেকে ১০ঃ১১ঃ৫০ পর্যন্ত গ্রহক্ষুণ্ণ (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১ঃ২৪ঃ ৬১৯ (২৭) ৩ পদঃচন্দ্রঃ ২২১৫ঃ৫০ (৭) ১ পদঃঙ্গলঃ ৯ঃ২৭ঃ৫৩ঃ৯ (২৩) ২ পদঃবুঃ ০২ঃ২৫ (১) ১ পদঃবৃক্ষপতিঃ ১০ঃ২৪ঃ২২ঃ(২৫) ৬ পদঃশুক্রঃ ১০ঃ৮৭ঃ৭৩ (২৪) ১ পদঃশনিঃ ৯ঃ২৪ঃ৩০ (২৩) ১ পদঃরাহুঃ ১২ঃ৭৫ঃ৩ (৩) ২ পদঃকৃত্তুঃ ৭ঃ২২ঃ৭৫৩ (১৬) ৪
আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৬ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে রবিবার। জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত্৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আশ্বঃ ৫ টি ১০মিনিটে এবং সূর্য স্তম্ভ যাবে ৬ টি ০৫ মিনিটে।

রাশিফল
মেঘরাশিঃস্ত্রীর স্বাস্থ্যের সচিক দেখাখা এবং নজরের প্রয়োজন। আজ আপনার সামনে অনেক নতুন আর্থিক ক্ষিের উপস্থাপন করা হবে- না আজ। বৃষভ রাশিঃব্যাপ্ত সময়সূচী সয়েও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে, কিন্তু আপনার জীবনকে নিশ্চিতভাবে নেননা। উপলব্ধি করুন যে জীবনের প্রতি যুইই হল আসল। মিথুন রাশিঃআজ আপনি মিথুনের সারিতে বসে আরাম করুন- এবং শখে জািয়ে থাকুন এবং যে জিনিসে আপনি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেন তাই করুন। কর্কট রাশিঃআপনার স্বাস্থ্যের পুনরায় উন্নতির জন্য সেরা দিন। আপনার অর্থ কোথায় ব্যয় হচ্ছে দেখুন। সিংহরাশিঃআপনার বাচ্চাৱ কৃতিত্ব আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। আজকে বিনিয়োগ এড়িয়ে চলা উচিত। শুভদিন । কন্যারশিঃবিবাহের যোগ হতে পারে আজ থেকে। সুখ বাড়বে। তুলারাশিঃআপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন। বৃশ্চিক রাশিঃআপনার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের উন্নতি করতে যথেষ্ট সময় থাকবে। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লাগি এড়িয়ে চলুন এবং দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্ত হোন। ধনু রাশিঃ আপনার মুন্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আপনার বাড়ির একজন প্রবীণ আপনার অর্থায়নে আপনাকে সহায়তা করতে পারে মকর রাশিঃআপনার বিরটি আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করবে। কুন্ত রাশিঃএমন একটি দিনে যেখানে আপনি আরাম করতে সমর্থ হবেন।সংস্কারে শান্তি হবে মীন রাশিঃশ্রেষ্ঠতর জীবনের জন্য আপনার স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক ব্যক্তিহ্ উন্নত করার চেষ্টা করুন খুব একটা লাভাভরক দিন নয়- কাজেই আপনার টাকাকির অল্প অবস্থা দেখে নিয়ে আপনার খরচ তার সীমিত করুন। কোন বন্ধু তার ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার উপদেষ্ট হতে পারে।



কুড়ি মিনিট ধরে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর জোকা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গেলেন শেখ শাহজান।

হাওড়া হাসপাতালে জলকষ্ট, রোগীর আত্মীয়দের কিনে খেতে হচ্ছে জল

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৭ এপ্রিলঃ হাওড়া হাসপাতালে জলকষ্ট, রোগীর আত্মীয়দের কিনে খেতে হচ্ছে জল। চরা গরমে হাসপাতালে লাগানো জলের কলো গিয়ে খালি হাতেই ফিরতে হচ্ছে রোগীর আত্মীয়দের এই খোদ হাওড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের আর হাসপাতাল চত্বরে ঢিলেছোড়া দূরছে বসে হাসপাতালের জলের কষ্ট অতটা নয় বলে দাবি হাওড়া জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের তবে এর উল্টো কথা বলছেন রোগীর আত্মীয়রা তাদের দাবি হাওড়া হাসপাতালের এমার্জেন্সি জলিগের দিকে একটি পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকলেও একটি মাত্রা কল ব্যবহার যোগ্য অন্য আরেকটি জলের ব্যবস্থা রয়েছে হাওড়া হাসপাতালের সুপারের ঘরের বাইরে সেখানেও সবকটি কলের মুখই ভাঙা পরে রয়েছে যার জেরে কার্যত বাধ্য হয়েই জল কিনে খেতে হচ্ছে রোগীর আত্মীয়দের এই সুযোগে জলের ব্যবসাও শুরু হয়ে গিয়েছে হাসপাতাল চত্বরে। কিশলয় দত্ত দাবি করেছেন কিছু কিছু বিষয় তিনি কে জানিয়েছেন ক্রত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দক্ষিণবঙ্গে কালবৈশাখীর সতর্কতা, ৫০-৬০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস

কলকাতা, ৭ এপ্রিল : রবিবার দক্ষিণবঙ্গের সাত জেলায় কালবৈশাখীর পূর্বাভাস দিল অলিপুর আবহাওয়া দফতর। সড়ে ৫০-৬০ কিমি বেগে দমকা হাওয়ায় পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। কালবৈশাখীর জন্য সতর্কতা দেওয়া হয়েছে দুই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, পূরুলিয়া এবং দুই বর্ধমান জেলায়। যে সাত জেলায় কালবৈশাখীর সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে কমলা সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে রবিবার ও সোমবার বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি চলবে বুধবার পর্যন্ত। আগামী দু থেকে তিন দিনে রাজ্যভূঁড়েই দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা কমতে পারে ঝড়-বৃষ্টির কারণে।

আগামীকাল চীনের প্রাচীরকে স্মরণ করার দিন

কলকাতা, ৭ এপ্রিল : গোষ্ঠা পাল। একজন বিখ্যাত বাঙালি ফুটবল খেলোয়াড়। রক্ষণে তার অসম্ভব দক্ষতার জন্য ‘দৈনিক ইংলিশম্যান’ তাকে চিনের প্রাচীর উপাধি দিয়েছিলেন। গোষ্ঠা পাল বাংলাদেশের নড়িয়ার ভোজেশ্বর গ্রামে ১৮৯৬ -র ২০ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। বাংলাদেশে তার জন্ম হলেও কলকাতার সারদাচরণ এরিয়ান ইনস্টিটিউশনএ স্কুলজীবন কাটিয়েছেন। ১৯০৭ সালে মাত্র ১১ বছর বয়সে কলকাতার কুমারটুলি ক্লাবে যোগ দেন। সেখানে খেলেছেন ১৯১৩ সাল পর্যন্ত। পরের বছর ১৯১২ সালে তিনি মোহনবাগান ক্লাবে যোগ দেন। এর আগের বছরই ১৯১১ সালে মোহনবাগান বিদেশীদের হারিয়ে স্মরণীয় আইএফএ শিল্ড জিতেছেন। ২৬ বছর মোহনবাগানে খেলেন। ৫ বছর মোহনবাগানের অধিনায়কও ছিলেন । এরপর ১৯২০ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম যে দল গড়েছিল তাতে ছিলেন কিংবদন্তি ফুটবলার গোষ্ঠা পাল। ১৯২০ সালে ইস্টবেঙ্গল হারকিউলিস কাপে খেলার জন্য মোহনবাগান ক্লাব থেকে তাকে হায়াকে নিয়েছিল এবং সেই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়নেও ছিলেন ইস্টবেঙ্গল। তিনি ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব পান ১৯২৪ সালে। সেই সময় বুটপরা ইউরোপিয়ান খেলোয়াড়দের তিনি কয়েক দিভেন খালি পায়ে খেলে। ভারতীয় দল নিয়ে ১৯৩৬এ তিনি সিংহলে যান। বর্তমানে যার নাম শ্রীলংকা। তিনি হকি , ক্রিকেট ও টেনিসও খেলতেও পারদর্শী ছিলেন ১৯৩৫ সালে ফুটবল থেকে অবসর নেন। আজকের দিনে (৮ এপ্রিল) কলকাতায় পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যান।

ছুটির দিনে সকাল থেকেই প্রবল বৃষ্টি একাধিক জেলায়

কলকাতা, ৭ এপ্রিল : ছুটির দিনে রবিবার সকাল থেকেই প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গার একাধিক জেলায়। এদিন সকাল থেকেই আকাশের মুখভার। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী সব জেলাতেই মেঘলা আকাশ চোখে পড়ে। তীব্র তাপপ্রবাহ কাটিয়ে এদিন সকাল থেকেই শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি। আজ সকালেই বজ্রবিদ্যুত সহ প্রবল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে যাক তারকেশ্বর-সহ হুগলি জেলার বিভিন্ন এলাকায়। কালো মেঘে ঢেকে যায় চারপাশ। বজ্রবিদ্যুত-সহ ভারী বৃষ্টিপাত চলছে আরামবাগেও। আবহওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বাঁকুড়া, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, বাঁড়াগ্রাম, পূরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমানেও ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে। বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনার কিছু এলাকায়। জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা।

ঈদ উপলক্ষে বেলগাছিয়া মুসলিম বস্তিতে ইফতার পাটিতে শাড়ি ও লুঙ্গি বিলি

কলকাতা, ৭ এপ্রিল : পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে রবিবার বিকেলে কলকাতা কর্পোরেশনের ৩নং ওয়ার্ডের বেলগাছিয়া জে কে খোশ রোডে মুসলিম বস্তিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাই বোনেরদের পবিত্র ঈদের প্রীতি উপহার স্বরূপ সানরাইজ জুনিয়র স্পোর্টস ক্লাবের পবিত্র নাওয়াত ইফতার পাটিতে ছেলেদের লুঙ্গি এবং মহিলাদের শাড়ি প্রদান করা হয়। আয়োজক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন উম্মারানি গ্লোবাল হসপিটাল্টিচি ফাউন্ডেশনউপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর সুধমা গিরি, চিাময় ভট্টাচার্য, কোঅর্ডিনেটর স্বপন ব্রন্দা, ক্লাবের সম্পাদক মহম্মদ ইয়াকুব, পিস কমিটির সম্পাদক মহম্মদ সেলিম মুন্না ভাই, প্রমুখ।

ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর চিাময় ভট্টাচার্য ও স্বপন ব্রন্দা রা জানান একমাস ধরে পবিত্র রমজান মাসে উপবাস চলছে। ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে বেলগাছিয়া মুসলিম বস্তিতে সানরাইজ জুনিয়র স্পোর্টস ক্লাবের পবিত্র ইফতার পাটিতে প্রীতি উপহার হিসেবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাই দের ৬০ জনকে লুঙ্গি ও ৬০ জন মহিলাদের নতুন শাড়ি প্রদান করা হল। ঈদে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা তুলে দেওয়া হয় এদিন।

সাইকেল চালিয়ে ও পিয়ারা খেতে খেতে বারুইপুরে অভিনব ভোট প্রচার সায়নীর



দূরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৭ এপ্রিল : বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বারুইপুরে রবিসাথীর ভোট প্রচার করলেন যাদবপুর কেন্দ্রের তৃণমূলদের প্রার্থী সায়নী মৌমা। এদিন তার সঙ্গে ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা স্থানীয় বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দিনের এই মিছিলে একদিকে যেমন বাজ্ঞো বাজানো হয়েছে। তেমনি এদিন ছিলো প্রচুর সংখ্যক মহিলাদের উপস্থিতি। রীতিমতো সাইকেল চালিয়ে ও বারুইপুরের বিখ্যাত পেয়ারা খেতে খেতে অভিনব জনসংযোগ করেন তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষ।

লকেট চট্টোপাধ্যায়ের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ তৃণমূলের

দূরন্ত বার্তা, বাঁশবেড়িয়া, ৭ এপ্রিলঃ শনিবার বাঁশবেড়িয়া ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে কালি পুজোয় যোগ দিয়ে ফেরার সময় লকেট চট্টোপাধ্যায়ের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখায় তৃনমূল। কালো পতাকা নিয়ে গো ব্যাক স্লোগানও দেওয়া হয়। তৃনমূলের দাবী পাঁচ বছর সাংসদ ছিলেন লকেট তাকে দেখা যাবনি তাই সাধারন মানুষের এই বিক্ষোভ। এই ঘটনায় লকেট চট্টোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ জানান। পরদিন অর্থাৎ রবিবার সাংবাদিক বৈঠক করেন হুগলী গ্রামীন পুলিশের ডিএসপি প্রিয়ন্তত বস্তু। তিনি বলেন বিজেপি প্রার্থী বলাগড় থেকে চুঁচুড়ায় ফিরছিলেন। হঠাৎ তিনি বাঁশবেড়িয়া পুরসভার ১৭ নং ওয়ার্ডে একটি কারী পুজোয় যান। যার কোন তথ্য পুলিশের কাছে ছিল না। সেখানে পুজো দিয়ে ফেরার পথে তৃনমূল সমর্থকরা তার গাড়ি লক্ষ্য করে স্লোগান দেন। পাল্টা বিজেপি সমর্থকরা ও স্লোগান দেন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। এই ঘটনায় বিজেপি প্রার্থীর গাড়ির কোন ক্ষতি হয়নি বা শারীরিকভাবে তিনি কোন আঘাত পাননি। এবং বিজেপি প্রার্থী লিখিত কোন অভিযোগ এখনো পর্যন্ত কোন থানায় জানাননি। তবে ঘটনায় বিজেপি সমর্থক দোষাধিষ মুখার্জি বাঁশবেড়িয়া পৌরসভার ভাইস চেয়ারমারন দিল্লী চ্যাটার্জি সহ ১৭জনের নামে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন মগরা থানায়। পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।এই ঘটনায় এখনো কাউকে আটক বা গ্রেপ্তার করা হয়নি। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। নির্বাচন কমিশন যদি পুলিশের থেকে কোন বিষয়ে কিছু জানতে চান , তাহলে পুলিশ সেই অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে। পুলিশ সূত্রে খবর,ঘটনায় ৩৩৬,৩৪১,৫০৬ ও ৬৪ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

‘নির্দল প্রার্থীকে পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে অপপ্রচারের চেষ্টা হচ্ছে’

দূরন্ত বার্তা, সুতি, ৭ এপ্রিল : জঙ্গিপুর লোকসভায় নির্দল প্রার্থী হিসেবে ভোট দাঁড়িয়েছেন আসাদুল বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তি। সেই আসাদুল বিশ্বাসকেই সাগরদিখীর বিধানসভার বিধায়ক বাইরন বিশ্বাসের পরিবারের সদস্য বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চা শুরু হয়েছে। আগে যা নিয়েই কার্যত ক্ষোভ প্রকাশ করলেন সাগরদিখী বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস। রবিবার সামশেরগঞ্জের ডাকবাংলায় অবস্থিত তার নিজস্ব বাসভবনে বাইরন বিশ্বাস বলেন, সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ। ওই প্রার্থীর সঙ্গে আখেরে কোনো সম্পর্ক নেই। যদি খলিলুরকে হারানোর উদ্দেশ্য থাকতো তাহলে আমার পরিবারের নিজের ভাইকে প্রার্থী করতাম। পাশাপাশি বাইরন বিশ্বাস জানান, সাগরদিখীতে লিড দিয়ে দেখিয়ে দেবো আমি কার হয়ে কাজ করছি। এদিকে নাম না করে দলের চেয়ারম্যান তথা জঙ্গিপুরের বিধায়ক জাকির হোসেনের উদ্দেশ্যে বলেন, সাগরদিখী নিয়ে বেশি মাথা ব্যথা না করে নিজের এলাকা দেখুন। এদিকে জঙ্গিপুর লোকসভায় নির্দল প্রার্থী লড়াইয়ের বার্তা দেওয়ার পর আসাদুল বিশ্বাসের দাবি, স্ব-ইচ্ছায় আমি ভোট দাঁড়িয়েছি। এতে কেউ কোনো রকম জোর করানো হয়নি।

দূরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৭ এপ্রিল : দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিনেত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ নিয়ে ভোটের প্রচার তো চলছেই। এ ছাড়া, কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাধী-সহ রাজ্য সরকারের জনপ্রিয় প্রকল্পগুলির কথা প্রচারে বেরিয়ে তুলছেন তৃণমূল প্রার্থীরা। কিন্তু তাদের বেশি শুনতে হচ্ছে, বার্ষিক ভাতা (সাধারণ শ্রেণিভুক্তদের জন্য) নিয়ে প্রশ্ন। ওই ভাতা মিলছে না বলে অভিযোগ। পাড়াঘরে তৃণমূলের অন্য নেতারাও প্রচারে বেরিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিতর্ক হচ্ছেন বলে জানিয়েছেন। সাধারণ গ্রাম বাসীদের কথাই ধরা যাক। কী বলছেন গ্রামবাসীরা ? গ্রামবাসীদের কথা, “প্রচারে গেলে মানুষজন বার্ষিক ভাতা কবে পাবেন, জানতে

প্রত্যেক প্রার্থীর হয়ে যদি প্রধানমন্ত্রীকে প্রচারে আসতে হয়, বোঝাই যায় রাজ্যে বিজেপির কী হাল

তাহলেও আমরা এই নিয়ে আত্মসন্তুষ্টিতে থাকব না, মন্তব্য মন্ত্রী শশী পাঁজার

শশী পাঁজার

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিলঃ প্রত্যেক প্রার্থীর হয়ে যদি প্রধানমন্ত্রীকে প্রচারে আসতে হয় তাহলে বোঝাই যায় রাজ্যে বিজেপির কী হালা। কিন্তু তাহলেও আমরা এ নিয়ে আত্মসন্তুষ্টিতে থাকব না, হাওড়ায় মন্তব্য রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার। রবিবার বিকেলে হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রসুন বান্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেস আয়োজিত হাওড়া শরৎ সদনের যুব কর্মসভায় তিনি ওই মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, মৌদীর গ্যারান্টি ফেল করছে আর দিদির গ্যারান্টি পাশ হয়েছে। ৭১টি প্রকল্পের সুবিধা বাংলার মানুষ পাচ্ছেন। বিজেপি জমিদার, বিজেপি বহিরাগত। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই ব্রিগেডের সভা থেকে তৃণমূলের ৪২ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছেন। কিন্তু বিজেপি এখনও বাংলার দুটি আসনে তাদের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করতেই পারেনি। বিজেপি নেতারা আগে দাবি করেছিলেন যে তারা বাংলায় ৪২টি আসনের মধ্যে ৪২টিতেই জিতবে। তারপর ৩৫টি আসনে এসে দাঁড়ালেন আর

তারপর ২৫টিতে এসে। এখন কোথায় পৌঁছেছেন তা অবশ্য জানা যায়নি। তিনি বলেন, যে বিজেপি দল এখনও বাংলার দুটি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে পারেনি, তারা শুধু বাংলায় নয়, ভারতের অন্যান্য জায়গায়ও অনেক আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে পারছে না। যারা প্রার্থী ঘোষণা করতে পারছেন না তারা কী করতে পারবেন। তার কি গ্যারেন্টি। বাংলা টার্গেট হয়ে গেছে বিজেপির চোখে। বিভিন্ন কমিশন আসছে। বাংলাকে বদনাম করছে। তৃণমূলকে বদনাম করছে। সুকান্ত বাবুকে (মজুমদার) আমার প্রশ্ন আপনি বাংলার প্রাপ্য টাকা নিয়ে সংসদে কোনওদিন প্রশ্ন করেছেন কিনা। শশী পাঁজা আরও বলেন, ভোট মানেই গরতন্ত্রের উৎসব। কিন্তু যেভাবে আগাম ব্যাটেলিয়ন পাঠিয়ে রুটমার্চ করা হচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে এখানে যুদ্ধ পরিস্থিতি।

তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট ঘোষণা করছেন যে বাংলায় কোনও জোট নেই। তৃণমূল এখনো একাই সব আসনে লড়বে। তৃণমূলের জন্য বুথ হল মন্দির। আমাদের বুথগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে। আমাদের

চিকিৎসক রূপ কুমার ব্যানার্জি নিঃস্বার্থ চিকিৎসা সেবার জন্য ড্রিমার ফ্যামিলি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে সম্মান পেলেন



ঈদের বাজার করতে গরম উপেক্ষা করে ভিড জমেছে কান্দিতে

দূরন্ত বার্তা, কান্দি, ৭ এপ্রিল : চলছে প্রবিত্র রমজান মাস। ঈদের আগে কান্দির জীবন্তি গোকর্পসহ সবত্র বাজারে ভিড জমেছে কেনা কাটার। এক মাস সিয়াম বা রোজা রাখার পর খুশির ঈদ। ইসলাম ধর্মালম্বী মানুষের কাছে সবচাইতে পুণ্য বা নেকীর মাস। রমজান মাসের শেষ সপ্তাহে আবহাওয়া থেকে শুরু করে বাজারে চড় চড় করে বেড়েছে পারুদ। ট্রে মাসের ২৪শে ৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পার করে হাঁস ফাঁস হয়ে উঠেছে জন জীবন। তবুও আল্লাহর অশেষ নিয়ামতে, সিয়াম বা রোজাদার এই তীব্র গরমেও রোজা রেখে ঈদের জন্য বাজারে আসছেন। জামা কাপুড়ের দোকান বাজার হাট থেকে মুলীর দোকানে জমেছে ভিড। জামা কাপুড কেনাকাটার পাশাপাশি , ইফতার করার জন্য তরমুজ থেকে ফলের দোকানে ভিড, তীব্র গরমে আখের রস কিনতে ভিড জমেছে। অনেকেই আছেন যারা রোজা রাখতে পারেনি বা শিশু সন্তান ।

এই তীব্র গরমে আখের রস চুমুক দিয়ে কিছুটা তৃষ্ণা মেটাচ্ছেন। কান্দি জীবন্তি সহ রমজান মাসের শেষ সপ্তাহে তরমুজের চাহিদা বেড়েছে দিগন্তে। কাপড়ের দোকান থেকে স্টেশনারি দোকান, মুদির দোকান থেকে ফলের সর্বত্রই ভিড জমেছে এ বার। এক দিকে লোকসভা ভাটেরে মুখে রাজনৈতিক নেতারা যেমন বাস্তবতার মধ্যে আছেন ঠিক একই রকম ভাবে ইদের বাজার নিয়ে ব্যস্ত ক্রেতা- বিক্রেতারা। এ বিষয়ে পিতা মাতা কাপুড হাটের মালিক আবু হায়দার বলেন এই প্রথম কান্দির জীবন্তি এবং মোতড়ার হাট বসেছে ঈদ উপলক্ষ্যে। এক সময় মানুষ কম দামে বাজার করার জন্য বহরমপুর যেতো এ এখন নিজের এলাকায় হাটে বাজার করছে। ঈদের বাজার করতে আসা ক্রেতা মাহিমা বিবি বলেন মুলীর দোকান বাদে সব কিছুইই বাজার হয়েছে। এ বছর ঝড় বৃষ্টি নেই তাই ধীরে সুষ্টে আগাম বাজার করলাম যদিও রোদে প্রচন্ড গরম সহ্য করে।

মুর্শিদাবাদে বার্ষিক্য ভাতা নিয়ে মানুষের ক্ষোভকে হাতিয়ার করতে চাইছে বিরোধীরা

চাইছেন। কিছু মানুষের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছে বলে জেগেছি। দফায় দফায় সকলের অ্যাকাউন্টেই টাকা ঢুকে যাচ্ছে বলাছি। প্রচারে গিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়া নেতৃত্বর্য বলেন, “সাধারণ শ্রেণিভুক্তদের বার্ষিক্য ভাতাই প্রধানত দাবি দেখছি। মানুষকে জুতসই উত্তর দিতে পারছি না। প্রার্থীরা আশ্বস্ত করলেও কবে ভাতা মিলবে, সে উত্তর দিতে পারছেন না। তার কারণ, “ওটা মানুষের ক্ষোভ নয়, আদার। কিছু মানুষের ভাতা তাদের অ্যাকাউন্টে চলে গিয়েছে। সবরাই চলে আসবে। গ্রামবাসীদের এত প্রশ্নের প্রভাব ভোটে পড়বে না দাবি করে দলের মুর্শিদাবাদ জেলার নেতৃত্বর্য বলেন, “দিদির গ্যারান্টি নিয়ে মানুষের আকাউন্টে টাকা না আসা ভাতার ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দিহন দলের নেতা



বুথ কর্মীদের পাশে দাঁড়াতে হবে, যাতে কেউ তাদের নড়বড়ে করতে না পারে। তিনি বলেন, নিজেদের মধ্যে মতভেদ ও বিবাদ থাকতে পারে কিন্তু তৃণমূল একটি পরিবারের মতো এবং এর মতো পরিবার কোথাও নেই। তিনি বলেন, বিজেপি চায় না দেশে অন্য দল থাকুক। বিজেপি এক জাতি এক ভোট চায় কিন্তু গণতন্ত্র ও সংবিধান বাঁচাতে আমাদের সবাইকে লড়াই করতে হবে। সিএএ সম্পর্কে শশী পাঁজা বলেন, এখানে যদি সিএএ কার্যকর করা হয়, তবে বুঝতে হবে

যে এনআরসিও কার্যকর হবে। সন্দেহখালি প্রসঙ্গে শশী পাঁজা বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নারীর ক্ষমতায়নের প্রতীক। তাই সন্দেহখালির বিষয়টিকে নারীর সম্মানের সঙ্গে যুক্ত করে মমতার উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরুণ রায়, মনোজ তিওয়ারি, প্রার্থী প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক গৌতম চৌধুরী, ডা়রাণা চট্টোপাধ্যায়, প্রিয় পাল, দলের চেয়ারম্যান লগন দেও সিং, দলের হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি হিংসা ছড়ানোর চেষ্টা করবে।

এই উপলক্ষে প্রেম নারায়ণ শ্রীবাস্তব, চন্দর প্রকাশ গর্গ, ডাঃ এ কে সিং, অনেক আচার্য, ডাঃ রাজেশ চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীমতি চৈতালী ব্যানাজী, বিজয় কুমার শ্রীবাস্তব, শ্রীমতি সারিকা রাই, শ্রীমতি অনিতা শুক্লা, অরুণ সরখেল, সুনীল কুমার। ব্যানার্জি, প্রতিমা চক্রবর্তী, উদয়ন মুখার্জি, শম্পা ভট্টাচার্য, সত্য শরণ দাস, রঞ্জন মল্লিক, রামানন্দ জি, বিষ্ণু দেব শর্মা, সুরভী মল্লিক, অরুণ ভট্টাচার্য, সঞ্জয় শ্রীবাস্তব, বিনয় কুমার শর্মা, মহিমা সিং প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্ধার যুবকের পচা গলা মৃত দেহ

দূরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৭ এপ্রিল : আবারও একবার ঘরের ভেতর থেকে উদ্ধার হলো এক যুবকের পচা গলা মৃতদে। যা নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বাড়ি নদীয়ার শান্তিপুর থানার আতা বুনীয়া গোস্বামী লেন এলাকায়। মৃত যুবকের নাম অভিনেত্রী ভট্টাচার্য, বয়স আনুমানিক ৩৩ বছর। বাবা অলোক ভট্টাচার্য, তিনি প্রাক্তন শিক্ষক। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় রবিবার সকাল নাগাদ বাড়ির ভেতর থেকে দূরগন্ধ পাই প্রতিবেশীরা, এরপর সন্দেহ হওয়াতে পরিবারকে ঘটনা জানানো হয়। এছাড়াও ফোন করা হয় শান্তিপুর থানায়। ঘটনাস্থলে আসে শান্তিপুর থানার পুলিশ, এরপর দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় মৃতদেহ উদ্ধার করে। যদিও গত দুদিন ধরে বাবা ও ছেলে একই সাথে বাড়িতে ছিল, কিন্তু বাবা ঘরের ভেতরে থাকাকালীন ছেলের কিতাবে মৃত্যু ঘটলো তা অস্পষ্ট সাক্ষের কাছে।

শীঘ্রই চলে যাবে। বার্ষিক ভাতা নিয়ে মানুষের ক্ষোভকে হাতিয়ার করতে চাইছে বিরোধীরা। বিজেপির জেলার এক নেতা বলেন, “শাসকদলের প্রকল্পগুলির সিংহভাগই যে ভাঙতে, তা মানুষ জানেন।”

সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বলেন, “খালি পোটালে নাম তুলে মানুষকে আশায় রেখে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে বলে আমাদের মনে হয়েছে।

সোমবার, ৮ এপ্রিল ২০২৪ | ৩

তাহলেও আমরা এই নিয়ে আত্মসন্তুষ্টিতে থাকব না, মন্তব্য মন্ত্রী শশী পাঁজার



বুথ কর্মীদের পাশে দাঁড়াতে হবে, যাতে কেউ তাদের নড়বড়ে করতে না পারে। তিনি বলেন, নিজেদের মধ্যে মতভেদ ও বিবাদ থাকতে পারে কিন্তু তৃণমূল একটি পরিবারের মতো এবং এর মতো পরিবার কোথাও নেই। তিনি বলেন, বিজেপি চায় না দেশে অন্য দল থাকুক। বিজেপি এক জাতি এক ভোট চায় কিন্তু গণতন্ত্র ও সংবিধান বাঁচাতে আমাদের সবাইকে লড়াই করতে হবে। সিএএ সম্পর্কে শশী পাঁজা বলেন, এখানে যদি সিএএ কার্যকর করা হয়, তবে বুঝতে হবে

শহীদ আনিসের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন আইএসএফের প্রার্থী

দূরন্ত বার্তা, উলুবেরিয়া, ৭ এপ্রিল : রবিবার আমতার সারদা গ্রামের শহীদ আনিস খানের পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ করলেন ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল সহ উলুবেরিয়া লোকসভা কেন্দ্রের আইএসএফের প্রার্থী অধ্যাপক মফিকুল ইসলাম। আনিস খানের আত্মর শান্তি কামনার উদ্দেশ্য নিয়ে অধ্যাপক মফিকুল ইসলাম সাহেব বলেন আনিস খানের হত্যার দোষীদের প্রত্যন্ত শাস্তি প্রদান করা একান্ত জরুরি। তিনি আরো বলেন, আনিসের ন্যায় বিচারের জন্য প্রয়োজনে তিনি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবেন।

তারকেশ্বরে বজ্রপাতের জেরে বলি এক যুবক

দূরন্ত বার্তা, তারকেশ্বর, ৭ এপ্রিল : রবিবারের সকাল থেকেই প্রবল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয় দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। আর এর মধ্যেই হুগলি থেকে এল মর্মান্তিক খবর। বজ্রপাতে জেরে বলি এক যুবক। তারকেশ্বরের পিয়াসড়া এলাকার ঘটনা। মৃতের নাম লক্ষণ মালিক (২৬)। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার সকালবেলা কৃষি জমিতে কাজ করছিলেন। আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে দেখেই বাড়ি ফেরার চেষ্টা করেন তিনি। সেই সময় হঠাৎই শুরু হয় বজ্রবিদ্যুত সহ প্রবল ঝড়-বৃষ্টি। বজ্রপাতে গুরতর আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ওই যুবক। এবার পর চলতি যে সকল লোকজন ফিরছিলেন তারাি তড়িহাড়ি তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতাল ভর্তি করেন। সেখানেই যুবককে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। মৃতের পরিবারের এক সদস্য বলেন, “ও তো কাজে গিয়েছিল। সকাল থেকেই আকাশ কালো করেছিল। এবার যখন দেখছে বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে সেই সময় ও মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু হঠাৎ করে বাজ পড়ে। আর বজ্রাঘাতেই মৃত্যু হয়।

বেলুড মঠে স্মরণানন্দজীর স্মরণসভা, হলো ভান্ডারা অনুষ্ঠান



দূরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৭ এপ্রিল : বেলুড মঠে হয়ে গেল প্রয়াত স্মরণানন্দজীর স্মরণসভা, হলো ভান্ডারা অনুষ্ঠান। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যোড়শ অধ্যক্ষ প্রয়াত স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজের মহাসমাধি উপলক্ষে রবিবার বেলুড মঠে বিশেষ পূজা, ভজন ও স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। প্রথামত ভোরবেলায় ঠাকুরের মন্দিরে মঙ্গলারতি দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর হয় পূজা এবং হোম। মঠ সূত্রে জানা গেছে, স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজের মহাসমাধি উপলক্ষে রবিবার ৭ এপ্রিল, ২০২৪ (২৪ ট্রেত্র, ১৪৩০) বিশেষ পূজা, ভজন ও স্মরণসভার আয়োজন করা হয় রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড মঠে। এদিন দোহা মঙ্গলারতি হয়। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম হয়। এরপর হয় বৈদিক মন্ত্রপাঠ। সকাল থেকে সভামণ্ডপে ভক্তীগীতি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, পদাবলী কীর্তন, বাউল গান, ভজন, কালীকীর্তন এবং স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। এরই মাঝে আগত ভক্ত এবং দর্শকদের জন্য হাতে হাতে ভোগের ব্যবস্থা করা হয়। সন্ধ্যায় হয় সন্সারারতি। এই উপলক্ষে দূর দূরান্ত থেকে প্রচুর মানুষ সকাল থেকেই জমায়েত হন বেলুড মঠে। প্রসঙ্গত, গত ২৬ মার্চ, মঙ্গলবার রাত ৮টা ১৪ মিনিট নাগাদ দক্ষিণ কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে বেলুড মঠের ষোড়শ অধ্যক্ষ স্বামী স্মরণানন্দজী প্রয়াত হন। নিয়মমতো ১৩ দিনে হয় এই অনুষ্ঠান, যাকে পরিত্যায় যাকে ভান্ডারা বলা হয়। এদিন সারাদিন ধরে চলে ওই অনুষ্ঠান। এই উপলক্ষে সারাদিন বেলুড মঠ খোলা ছিল।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বাঠা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১২৮ সংখ্যা, সোমবার, ২৫ চৈত্র, ১৪৩০

চিনের আগ্রাসন বৃদ্ধি

হিমালয়ের পাদদেশে চিন সেনা বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের লোকসভার নির্বাচনের ওপরে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছে। পাকিস্তানের নির্বাচনের ব্যাপারে চিন প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে জানতে পারা গিয়েছিল। ইমরান রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে যাওয়ার ফলে চিন ক্ষুব্ধ হয়। তার ফলে ইমরান খানকে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। চিন এবং পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা একই সঙ্গে ইমরান বিরোধী কাজ করতে শুরু করে। বর্তমানে পাকিস্তানের শাহজা শরিক সরকার চিনের পুতুল সরকার বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছে আমেরিকা। চিন একদা শাহহাজ সরকারকে সমানে রেখে পাকিস্তানকে ব্যবহার করবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। শ্রীলঙ্কা, মলদীপ, নেপাল, পাকিস্তান, এমনকী এখন বাংলাদেশে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে। ভারতীয় পণ্য বয়কট আন্দোলনের ডাক দিয়েছে বিএনপি এবং জামায়েতে ইসলাম দলগুলি। এর পিছনে চিনের ছায়া দেখতে পাচ্ছে ভারত। এদিকে মার্কিন বিজ্ঞানীরা মনে করতে শুরু করে দিয়েছে যে তাইওয়ানের ভূমিকন্ঠর সৃষ্টি মানু। দ্বারা নির্মিত। তাইওয়ানের শত্রুদেশগুলির এই ধরনের ভূকম্পন সৃষ্টি করেছিল কিনা তা খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে সীমান্তে সীমান্তে। এদিকে লাদাখ সীমান্ত থেকে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত চিন সীমান্তে সেনা বৃদ্ধি করেছে। সেখানে সেনা ট্যাঙ্কও নিয়ে আসা হয়েছে। ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে চিন সেনাবাহিনী বৃদ্ধি করার ফলে লাদাখ থেকে শুরু করে অরুণাচল সীমান্তে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। চিন ভারতের সীমান্তে উত্তেজনা

সৃষ্টি করার পিছনে একটি নীতি কাজ করছে সেটা হল এশিয়ার দেশগুলোর ওপরে চিনের আধিপত্য বিস্তার করা। যদি এশিয়ার দেশগুলোর ওপরে চিনের আধিপত্য থাকে তাহলে ইউরোপ জয় করাটা খুব কঠিন কাজ হবে না। গোটা ইউরোপ এবং আমেরিকার সঙ্গে চিনের ব্যবসা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। তার ওপরে করোনাইভার্সাস সংক্রমণ সৃষ্টি করা নিয়ে চিনের ওপরে অতিরিক্ত আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। কান্মীরের আর্থিক কড়িডর ছাড়তে ভারত সরকার বারবার চিনকে চিঠি দিয়েছে। কান্মীরের ওপরে চিনের কোনও অধিকার নেই। পাকিস্তান যে অংশটি চিনকে দিয়েছে উপহার হিসাবে সেখানে পাকিস্তানের কোনও অধিকার নেই। পাকিস্তান কান্মীরে দখলীকৃত দেশ। পাকিস্তানকে হানাদার রপ্ট হিসাবে চিহ্নিত করেছে ভারত। ফলে পাক অধিকৃত কান্মীর আগামি দিনে ভারত ছিনিয়ে নিতে পারে বলে একটি হুমকি দিয়ে রেখেছে। চিন এখন এই অবস্থায় তাদের আর্থিক কড়িডরকে রক্ষা করতে গেলে পাকিস্তানকে পাশে রাখতে হবে। না হলে ভারত যে কোনও সময়ে পাকিস্তান শব্দটিকে একেবারে মানচিত্র থেকে মুছে দিতে সক্ষম। ভারতীয় সেনাদের সেইভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। ১৯৬২ সালের চেয়ে ভারত সেনাবিভাগের শক্তিশালী অবস্থায় রয়েছে। বিশেষ করে বায়ু সেনাবিভাগ যথেষ্ট শক্তি ধরে। আকাশ পথে এই মুহূর্তের যুদ্ধে ভারত প্রায় বিশ্বে দ্বিতীয় শ্রেণি অধিকার করে রয়েছে। যে সব আকাশ অস্ত্র ভারত সরকার বানিয়েছে তা দিয়ে দিল্লি থেকে বসে বসে ভারত যে কোনও দেশের সঙ্গে আনায়াসে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম। স্থলবিভাগও যথেষ্ট শক্তিশালী বিশেষ করে ভারতের রোবট বাহিনী তৈরী করে ফেলেছে। এই রোবট বাহিনী দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে অনায়াসে অক্রমণ করতে পারে। আনবিক চালিত অস্ত্র নিয়ে ভারতীয় সেনারা রীতিমতো প্রশিক্ষণ করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের কাছে কি ধরনের অস্ত্র রয়েছে তার জ্ঞানতে বব বার শত্রুদেশ গুলো চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারেনি। তাই একটি মাত্র কারণ সবাই সব কিছু জানে না। দুর্গম পাহাড় অঞ্চলে ভারতীয় সেনারা চিন সেনার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে গিয়েছে। চিন সেনারা ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে স্থান দখল করে য়েছে এই সত্যটা প্রকাশ করতে পারছে না কেউই। বেশ কিছু সংবাদপত্র চিনের আগ্রাসনের বিরোধিতা করে লেখা প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিল। চিন কতখানি লাদায়ের অশ্ব দখল করে রয়েছে তা প্রকাশ করেনি ভারত সরকার। বলা হয়েছে ডিভিশনাল কমান্ডার স্তরে আলোচনা চলছে। সীমান্ত এলাকায় চিন সেনা বৃদ্ধি করা নিয়ে ভারত উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

খলিস্তান তালিবান জঙ্গি দলই

খালিস্তানপন্থীরা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। এদেরকে উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে বেশ কিছু বিদেশি সংগঠন। তারা অর্থ দেওয়া থেকে শুরু করে অস্ত্র দেওয়ার চেষ্টা করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে এই সব বিদেশি সংস্থা। কান্মীর সমস্যার সমাধান করতে সরকার সর্দদিই প্রস্তুত। কিন্তু আইনের ফাঁক দিয়ে গলে সেই সব কৌশলকে একেবারে নষ্ট করে দেওয়ার পরিকল্পনা তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে বিচ্ছিন্নতাপন্থীরা। তারা এখন কান্মীরে সক্রিয় হওয়ার গোপন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। শুধু কান্মীরে নয়, সীমান্ত এলাকার বেশ কয়েকটি স্থানে এই সব বিচ্ছিন্নতাবাদীরা অতি সক্রিয়। এর পিছনে চিন, পাকিস্তানের গোপন হাত রয়েছে বলে

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা মনে করে। ভারতের বাইরে খালিস্তানপন্থীরা ভারত বিরোধী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে সমানে। সেখানকার সরকার যেহেতু কোনও রকমভাবে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় অতি সহজে হস্তক্ষেপ করতে পারে না সেই আইনের সুযোগ নিয়ে ভারত বিরোধী প্রচারাভিযান চালু রেখে। তালিবানরা ভারত বিরোধী হলেও তারা এখন ভারতের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলতে ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের মানবিক সাহায্য না পেতে তারা রাষ্ট্রায় না খেতে পেয়ে মারা যাবে। পাকিস্তান তালিবানদের উদ্ভে দিয়ে আফগানের গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটেছে। পাকিস্তানেও এখন গণতান্ত্রিক সরকার নেই বলতে গেলে চলে। সেখানে এখন চলছে অন্ধকার সরকার। আগামী দিনে পাকিস্তানের ভেট শুরু হয়ে যাবে। তারপরে নির্বাচনের ফলাফল যাদের পক্ষে যাবে তারাই সরকার গঠন করবে। তবে পাকিস্তানের সেনারা সেই গণতান্ত্রিক সরকার অতি সহজে আসতে দেবে না। তারা এখন ভারত বিরোধী হাওয়া নিয়ে পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সংর্থন আদায় করার চেষ্টা করছে। পাকিস্তানের জঙ্গিদের সঙ্গে ইতিমধ্যে মত বিরোধ শুরু হয়ে গিয়েছে তালিবানদের। তালিবানরা পরিস্কার করে বলে দিয়েছে যে তারা এখন আর পাকিস্তানের হাতে পুতুল হয়ে থাকতে চায় না। তারা একে স্বাধীন দেশে সরকার গঠন করেছে। সেই স্বাধীন দেশকে শক্তিশালী দেশে পরিণত করার চেষ্টা করবে। তার জন্য প্রয়োজন হলে ভারত এবং আমেরিকার সহযোগিতা নেওয়া হবে। তালিবান সরকার এখন আমেরিকাপন্থী বলে পরিচিতি লাভ করেছে। তাদের কাছে এখন আমেরিকার শত্রু নয়, বন্ধু। ফলে আমেরিকার সঙ্গে তালিবানদের মৈত্রী গড়ে উঠছে ক্রমশ যা পাকিস্তান একেবারে অপছন্দ করতে শুরু করে দিয়েছিল।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী



ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূল বলতেন, ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। মা ভবতরিলীর কাছ থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে। কাজ করার শক্তি প্রদায় করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ।

কালী সাধক বামাস্ক্যাপা



তন্ত্র সাধক বামাস্ক্যাপা মনে করেন, সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। মায়ের শক্তিকে ধারণ করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগতে হবে মনের মধ্যে থাকা সং শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিশালক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুস্বাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে।

সত্যজিৎ রায়ের অন্যান্য বাঙালি ঘরানা যা সারা বিশ্বকে মুগ্ধ করে

রবীন্দ্র কুমার শীল

চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের মধ্যে ছিল এক অনন্য বাঙালি ঘরানা যা বিশ্বকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি শান্তিনিকেতনের পরিবেশ থেকে বের হতে পারেননি কোনও কালে। রবীন্দ্র সান্নিধ্যে তাঁর বেড়ে ওঠা। পিতা সুকুমার রায় খুব ছোটবেলায় মারা গিয়েছেন। পিতৃ স্নেহ তিনি পাননি। তবে ঠাকুরাণ উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর কিছুটা সান্নিধ্য তিনি লাভ করেছিলেন। কিন্তু তিনি পিতাকে মানসিক দিক দিয়ে উপলব্ধি করে বড় হন। মায়ের কাছ থেকে পিতার গল্প এবং তাঁর কবিতার প্রতি একটি বাড়তি আকর্ষণ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তখন ‘সন্দেশ’ পত্রিকা নিয়মিত বের হওয়া কথা থাকলে তা কিন্তু ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে শুরু করে। তবে সত্যজিৎ রায় আবার হাল ধরার ফলে সেটা জীবন্ত হয়। আসলে রায় চৌধুরী পরিবারের সব শিশুদের মানসিক বিকাশ করার দায়িত্ব প্রবলভাবে কাজ করে দিয়েছিল পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের মধ্যে। শিশু সাহিত্যিক হিসাবে নাম করেছিলেন উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী। পিতা সুকুমার কম ছিলেন না। তিনিও দক্ষ শিশু সাহিত্যিক ছিলেন। ইঁনারা শুধু ছোটদের জন্য গল্প লিখতেন না ছোটদের জন্য ছবি আঁকতে থাকলেন। পিতা সুকুমার রায় উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী পথকে অনুসরণ করেছিলেন। যদিও তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। তবুও তিনি বিজ্ঞান সাধনা না করে সাহিত্য সাধনা করতে শুরু করেন। সত্যজিৎ রায় পড়াশুনার করার জন্য শান্তিনিকেতনে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কলাভবনের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সুকুমার রায়ের ছেলে ভালো চিত্রশিল্পী হতে পারবে। সেই কারণে তাঁকে কলাভবনের চর্চার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেন। চিত্রশিল্পী সত্যজিৎ রায় যে চলচ্চিত্র পরিচালক হয়ে উঠবেন তা কিন্তু তিনি নিজেও কল্পনা করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার বিশ্বাস করতেন জীবনদেবতা। এই জীবনদেবতা কাকে কীভাবে একে তুলনেন সেটা কান্মীরে সফল জানা একেবারে অসম্ভব ছিল। জীবন দেবতা যাকে দিয়ে যতটুকু কাজ করিয়ে নেওয়ার সেট করতে থাকবে। সেখানে বাধা দেওয়ার কেউ থাকে না। সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতাকে বিশ্বাস করতেন। তাঁর জীবন সংস্কৃতি চর্চার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করে রয়েছে। তিনি রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে কিন্তু কোনও ছবি নির্মাণ করতে পারেননি। সব কিছুর মধ্যে রবীন্দ্র নান্দনিক তত্ত্ব এর প্রবেশ দেখতে পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতনী পিল্ল সবার চোখ দিয়ে তিনি ছবি নির্মাণ করে গিয়েছেন। আসলে সত্যজিৎ রায় বারবার জীবন সত্যকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রতিটি চলচ্চিত্র জীবন সত্যের মুখে



স্বাদহীন বণহীন ছবিতে পরিণত হয়ে যাবে। সেই কারণে জীবনের প্রথম ছবিটা হচ্ছে প্রকৃতি সম্পর্কিত ছবি ‘পাথের পাঁচালি’। সত্যজিৎ রায় প্রমাণ করে দিয়েছেন প্রকৃতির নিজস্ব ভাষা রয়েছে। সেই ভাষাকে বুঝতে গেলে মনের গভীরে প্রবেশ করা না গেলে একেবারে তাকে ধরা সম্ভব। তিনি দেখাতে পেরেছেন অণু এবং দুর্গার বেড়ে ওঠার মধ্যে প্রকৃতির সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছে। বাংলার শিশুরা প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠে এবং সেখান থেকে সম্পূর্ণ মানুষ রূপে উপস্থিত হয়। সেই কারণে সত্যজিৎ রায় ‘পাথের পাঁচালি, ‘অপুর সংসার’ এবং ‘অপরাজিত’ ছবি তৈরি করেছিলেন। গ্রাম বাংলা থেকে অপুর বেড়ে ওঠা থেকে শুরু করে যৌবন কালে গ্রামের ছেলে শহরমুখী হওয়া অণুকে তিনি দক্ষতার সঙ্গে নির্মাণ করেছেন। শহরের সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারছে না অণু। সে বারবার

কারণ হচ্ছে যে বাংলায় আধুনিক সভ্যতার প্রবেশ ঘটাচ্ছে। সভ্যতার বিকাশ কিন্তু যেমে থাকবে না। গ্রাম বাংলার যে সংস্কৃতি আজকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তা আগামী দিনে আর থাকবে না। কালের গতিতে তা হারিয়ে যাবে। এই সত্যটাকে তিনি প্রকাশ করে গেলেন ট্রিলজি অণু চলচ্চিত্র নির্মাণ করে। আসলে সত্যজিৎ ছবি নির্মাণ করে না জীবন নির্মাণ করে তা নিয়ে বিস্তার আলোচনা চলতে থাকবে। তিনি ছবিতে জীবনকে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। অতিরিক্ত কোনও বস্তু সত্যজিৎ রায় সহ্য করতে পারতেন না। তিনি অতি সাধারণ ভাবে সব কিছুই পরিকল্পনা করতেন। তারপরে সেই সাধারণ পরিকল্পনাকে অতি অসাধারণভাবে নির্মাণ করে যেতেন। এটাই হচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের ছবির মূল বৈশিষ্ট্য। তাঁর প্রতিটি ছবিতে

ভিত্তিকে কবিতা এবং সাহিত্য রচনা করতেন। তিনি যুগের বাইরে থেকে কোনও রকম সাহিত্য সৃষ্টি করা থেকে বিরত ছিলেন। সেই কারণে তাঁর কবিতা সব সময়ে যুগের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। ‘চারুলতা’ বা ‘জলসাঘর’ ছবি দেখতে বুঝতে পারা যাবে যে তিনি কতখানি দক্ষতার সঙ্গে যুগের ওপরে দাঁড়িয়ে ছবিতে নির্মাণ করেছেন। যুগের পরিবর্তন ঘটে। দিনে রোখার মতো ক্ষমতা কারোর নেই। ‘চারুলতা’ ছবিতে মানুষ সব সময়ে প্রেমকে ভালোবাসে। সময়কে নয়। মানব সত্ত্বার মধ্যে প্রেম সত্ত্বা বলে একটি বস্তু রয়েছে। সেটাকে সংসার জীবনে স্থান দেওয়ার প্রয়োজন নাহলে সেখানে বিপত্তি ঘটতে পারে। গণতান্ত্রিক জীবন কোনও সময়ে প্রেমময় হয়ে উঠতে পারে না। সেখানে সংসার জীবন কাব্য হয়ে উঠতে পারে না। প্রেমের সুরকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেই প্রেম

সুরকে ধরতে হবে। তাদের গ্রহণ করতে হবে। তবেই দাম্পত্য জীবন সুখী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যান্ত্রিক জীবন কোনও সময়ে জীবন কাব্য হয়ে উঠতে পারে না। জীবনকে কাব্য সময় করতে গেলে স্ত্রী মানসিক চিন্তাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। নাহলে কিন্তু তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। জীবনের প্রতি বাঁককে ভিত্তি করে। সেই সব ছবির নাম হচ্ছে ‘সতরঞ্জকে খিলাড়ি’, ‘জলসা ঘর’ ‘অশনি সন্কেত’। যুগটাই এই সব ছবিতে মুখ্য হয়ে উঠেছে। যুগের আবহে শিকার হচ্ছে মানুষ। সেখান থেকে মুক্তি পাওয়ার আর কোনও পথ খোলা নেই। যুগের মধ্যে দিয়ে মানব জীবনের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

সত্যজিৎ রায় হঠাৎ করে ছোটদের ছবি করতে গেলেন কেন? আসলে তিনি যেগুলি সরাসরি বলতে পারছিলেন না সেখানে ছোটদের রূপ রস গন্ধকে নিয়ে এসে উপস্থিত করলেন। ছোটরা আনন্দ লাভ করলো আবার যে সব বক্তব্য এতদিন ধরে তিনি প্রকাশ্যে আসতে পারছিল না তাও বলে দিয়ে গেলেন। এক টিলে দুই পাখি মারলেন। ছোটদের জন্য ছবিও করা হল আবার অব্যক্ত বক্তব্যকে প্রকাশও করা হল। ‘সোনার কেল্লা’, ‘গুপি গাইন বাঘা বাইন’, ‘জয়বাা ফেলুনাথ’ এগুলোকে নিছক ছবি হিসাবে ধরলে ভুল করা হবে। তার এই সব ছবির মধ্যে দিয়ে তিনি যে সুর তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তাকে বুঝতে হবে। নাহলে কিন্তু ছবির রসবোধটা একেবারে হারিয়ে যাবে। যে সব দর্শকেরা সত্যজিৎ ছবির রসবোধকে মনের গভীরে প্রবেশ করিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন তাদের কাছে আর কোনও ছবি তৃপ্তি দেবে না এটা নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যেতে পারে। আসলে বাংলার চলচ্চিত্র জগতে সত্যজিৎ রায় একজন বিরল পরিচালক। তাঁর সমকক্ষ হয়ে ওঠার মতো এখন কোনও পরিচালক বাংলায় আর হল না। এটা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। সত্যজিৎ রায়কে শুধু চলচ্চিত্রকার হিসাবে গ্রহণ করে নিলে অপরাধ হবে। তিনি আবার সুসাহিত্যিক এবং দক্ষ চিত্রশিল্পীও বটে। সিনেমাকে ভালোবেসে ফেলে ছিলেন বলেই চিত্রশিল্পে অংশ গ্রহণ করেনি। তিনি ভালো সুরকার ছিলেন সেটা প্রমাণ আমরা মনে রাখতে পেরেছি। তিনি সুর, শব্দ ব্যবহারে সচেতন ছিলেন। শব্দ ব্যবহার করে তিনি ছবির ব্যঞ্জনকে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ছবিতে এমন সব সঙ্গীত শিল্পীদের স্থান দিয়েছেন যারা একটি সময়ে বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু যুগা তাদেরকে সরিয়ে দিলেও। তিনি আবার সেই সব লুপ্ত হওয়া শিল্পীদের স্বস্থানে ফিরিয়ে আন দিয়ে ছবিতে উপস্থাপিত করেছেন। তাতে ছবিটি আরও বেশি বাণ্ডময় এবং ব্যঙ্গন হয়ে ওঠে।

তুরস্ক-সোমালিয়া সামরিক চুক্তি

বিশেষ প্রতিনিধি

ইথিওপিয়া ও সোমালিাল্যান্ডের মধ্যে লোহিত সাগর বন্দরে প্রবেশাধিকার বিষয়ে ১ জানুয়ারি ২০২৪ যখন একটি বিতর্কিত চুক্তি নিয়ে হর্ন অব আফ্রিকায় দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজনা দেখা দেয়, তার কিছু দিন পরই ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তুরস্ক ও সোমালিয়ার মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ওই ঐতিহাসিক চুক্তির লক্ষ্য সোমালিয়ার নৌবাহিনীর সক্ষমতা জোরদার করা এবং ওই অঞ্চলের নিরাপত্তা জোরদার করা। তুরস্ক সোমালি নৌবাহিনীকে প্রশিক্ষণ ও সমগ্রাম সরবরাহ করবে, যাতে এটি সন্ত্রাসবাদ, জলদস্যুতা ও বিদেশী হস্তক্ষেপের মতো হুমকি থেকে তার আঞ্চলিক জলসীমার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারবে। চুক্তিটি এক দশকের জন্য কার্যকর থাকবে, যা উভয় দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা ও কৌশলগত অংশীদারিত্বের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করবে মর্মে আশা করা হচ্ছে। প্রায় সবাই মনে করেন যে, সোমালিয়ার নিরাপত্তার গোয়েন্দাজনক হারে অবনতি হয়েছে। মোগাদিসুতে প্রায়ই ট্রাক বোমা হামলায় শত মানুষ নিহত হয়। হামলাকারীরা গোয়েন্দা সংস্থার আইডি কার্ড ব্যবহার করে। জলদস্যুরা সোমালি সমুদ্রসীমায় বহু দিন ধরে দস্যুতা করছে গোয়েন্দা সংস্থাটির নেতৃত্ব, যোগ্যতা ও কর্তৃত্বের পরিধি নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠছে। বলা যায়, সোমালিয়া সময়ে বিরুদ্ধে একটি অস্তিত্বের প্রতিযোগিতায় রয়েছে। সোমালি সরকার আসলে তার নিজস্ব গোয়েন্দা বা সুরক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে কিনা সেটিও অনেকের প্রশ্ন। আন্তর্জাতিক পূঁজিবাদের লুণ্ঠনকারীরা সোমালিয়ার কাজ করছে। তাদের লক্ষ্য সোমালিয়ার অফুরন্ত অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ। সোমালিয়ার একটি অংশে দুর্নীতি, আরোগ্যতা ও জামিরি প্রতি আনুগত্যহীনতা কাজ করছে যা বিদেশীদের জন্য সুযোগ ও পুঁজি। সরকার প্রতি বছর, একজন নতুন কমান্ডার নিয়োগ করে এবং অনাজনকে বরখাস্ত করে। প্রাক্তনটি তার নিজস্ব বংশের ক্রোনিদের নিয়ে আসে এবং পরেবাটি তার সাথে আনা কনিকের নিয়ে যায়। আলশাবাবেরও ভালো রেকর্ড নেই। সবার হাতে রয়েছে অস্ত্র, সেটিই সর্বক্ষেত্রে ডাঙা বলে। গোয়েন্দা সংস্থার তুয়া আইডি কার্ড ৪০০ কণার দিয়ে যে কোনো নাগরিক ক্রয় করতে পারে। সত্যতা যাচাই করার জন্য কোনো লগিং সিস্টেমও নেই বা করা হয়নি। রাজনৈতিক উচ্চতর স্তরে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতারা রয়েছেন যারা সহজেই সোমালিয়ার জাতীয় স্বার্থকে যে কোনো পেছনে ফেলে দিয়ে অর্থ ভর্তি ব্যাগ বা পদ অর্জন করতে পারে। তবুও সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং দুবাই পোর্টস ওয়ার্ল্ড কুটনৈতিক ও বাণিজ্যিক কভার সরবরাহ করার সময় এরিক প্রিন্সের মতে ‘বিশ্ব শক্তি’ যুক্ত, ধ্বংস ও মৃত্যুর মাধ্যমে শাস্তি নামে পরিচিত হতে পারে এমন একটি ব্লাকওয়াটার প্রকল্প

নিয়েছে। এদিকে, ব্রিটেন উষ্মাঙগ, সোমালিয়ায় জাতিসঙ্ঘের সহায়তা মিশনের ছদ্মবেশে, যেকোনো উপায়ে ‘সোমা তেল ও গ্যাসের’ স্বার্থ রক্ষা করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও একটি সোমালি কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের সহযোগিতায় রট্টান গোপন অভিযান পরিচালনা করে থাকে। জনগণ এটিকে সোমালিয়ায় আমেরিকার বিতর্কিত কার্যকলাপ মনে করে। যুক্তরাষ্ট্রের মেরিন ফোর্সও সেখানে কাজ করে। আফ্রিকার সাথে তুরস্কের সামরিক সম্পর্ক শুধু অস্ত্র বিক্রির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বর্তমানে আফ্রিকায় ৪৫টিরও বেশি তুর্কি দূতাবাস রয়েছে এবং রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত টার্কিশ এয়ালাইন্স আফ্রিকার ৫৫টিরও বেশি গুপ্তচর্য ফ্লাইট পরিচালনা করছে। আফ্রিকা মহাদেশে তুরস্কের ৬৭টি সামরিক অফিস রয়েছে। মরক্কো, সোমালিয়া ও তিউনিশিয়ায় তুরস্কের সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। এ অঞ্চলে তুরস্কের ড্রোন কূর্মীনী তুলে ধরতে আফ্রিকাভূম্ডে তুর্কি ড্রোনের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। লিবিয়া, সিরিয়া ও সর্বশেষে গুরুত্বপূর্ণভাবে আজারবাইজানে সফল সামরিক অভিযানের পরপরই বায়ারভার টিবি-২ সমস্ত্র ড্রোন ও ইউএভি যুদ্ধ সক্ষম প্রমাণিত যুক্তি হিসেবে সম্ভাব্য ক্রেতা দেশগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তবে আফ্রিকায় সামরিক বাণিজ্যের জন্য তুরস্কের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো চিনের সামরিক শক্তি ও প্রভাব। পশ্চিমীরা আফ্রিকায় তাদের উপস্থিতি ও প্রভাব হ্রাস করায় তুরস্ক মহাদেশটিতে প্রবেশের জন্য বাণিজ্য, সহায়তা এবং শিক্ষার মতো বিষয়গুলো ব্যবহার করছে। বিদেশের মাটিতে তুরস্কের বৃহত্তম সামরিক ঘাঁটি উদ্যেধনে সোমালি সরকার মোগাদিসুতে নতুন তুর্কি সামরিক ঘাঁটিকে স্বাগত জানিয়েছে। এবে বলা হয়েছে, এই ঘাঁটি দেশে শান্তিরক্ষার সহায়তা করবে। এটিতে একটি একডেমিও অন্তর্ভুক্ত থাকছে যা সোমালি ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ দেবে। দেশটির নিরাপত্তাব্যবস্থা নাজুক থাকলেও তারা এখন তুরস্কের কাছ থেকে সহায়তা পাচ্ছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা এই ঘাঁটিতে ১০ হাজার সোমালি সেনাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে, যেখানে একসাথে দেড় হাজার সেনাকে প্রশিক্ষণ দেয়ার সুবিধা থাকছে। অতীতে মিসর ও সোমালিয়ার মধ্যে উষ্ণ সম্পর্ক থাকলেও এখন মনোমন নেই। গ্র্যান্ড ইথিওপিয়ান রেনেসাঁ বাঁধ এবং ইথিওপিয়া, মিসর ও সুদানের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে মিসর-সোমালিয়া সম্পর্কের ভবিষ্যৎ খিঁরে অস্পষ্টতা, উত্তেজনা রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে সোমালিয়ার বিরুদ্ধে মিসরীয় প্রচারমাধ্যম অবমাননাকর টুইট ও পোস্ট করে মিডিয়ায় ঝড়ের সৃষ্টি করেছে। সোমালিয়া আন্তর্জাতিক এবং আরব ফোরামে মিসরের সাথে ছিল। যাটের দশকের থেকে মিসর ও সোমালিয়ার মধ্যে রাজনৈতিক নির্ভরতার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। ক্যাম্পডেভিড শান্তি চুক্তির সময় সোমালিয়া ১৯৭৮ সালে

মিসরের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল এবং এর আগে একটি সোমালি আর্টিলারি ব্যাটালিয়ন ১৯৭৬ সালের যুদ্ধের সময় মিসরীয় সেনাদের পাশাপাশি লড়াই করেছিল তখন সোমালিয়া ১৯৭৬ সালের অক্টোবরের যুদ্ধের সময় মিসরকে কলা এবং গোশত দিয়ে সহায়তা করেছিল। প্রেসিডেন্ট সিসির অধীনে মিসর, আগের দিনের মিসর নয় এখন কৌশল ও নীতি ভিন্ন। ২০০৬ সাল থেকে সোমালিয়ায় মিসরের কোনও শক্তিশালী কূটনৈতিক উপস্থিতি ছিল না। আরব পর্যায়ে, গ্র্যান্ড ইথিওপিয়ান রেনেসাঁ বাঁধ সঙ্ঘাতের নিকটতম মিত্র এবং অংশীদার সুদান আর পারস্পরিক জড়িত ও আরব স্বার্থের সাথে যুক্ত নয়। সোমালিয়ার কৌশলগত অবস্থান এক সময় হর্ন অব আফ্রিকায় মিসরীয় পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দু ছিল। বাব আল-মান্দাব প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ ও সুয়েজ খালে জাহাজের চলাচলে মিসরের পদক্ষেপে সোমালি সরকার ক্ষুব্ধ। সোমালিয়া এবং মিসরের মধ্যে শিক্ষাগত সহযোগিতা প্রটোকলও সম্প্রতি বাতিল করা হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে বিভাত্তিকর রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পরিস্থিতি মিসরের পক্ষে আরব লিগের অবস্থান সমর্নন না করার এবং রেনেসাঁ বাঁধ নিয়ে ইথিওপিয়ায় বিরোধিতা করার সোমালি সিদ্ধান্তের কারণে আরো খারাপ হয়েছে। সোমালি সরকার বলেছে বাঁধ ইস্যুতে সোমালিয়া ইথিওপিয়ার পাশে রয়েছে। সোমালিয়ার কৌশলগত অবস্থান অতীতের মতো আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও আরবদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। তুরস্ক তার বৃহত্তম উন্নয়ন অংশীদার, তাই মিসর যদি হর্ন অব আফ্রিকায় তার উপস্থিতি পুনরুদ্ধার করতে চায় তবে তারা জানে যে প্রতিযোগিতায় কারা রয়েছে। সোমালি দরজা মিসরীয়দের জন্য খোলা যদি কায়েরা অতীতে বিদ্যমান উষ্ণ সম্পর্ককে পুনরুজ্জীবিত করতে আগ্রহী হয়। তুরস্ক-সোমালিয়া প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে বিশেষজ্ঞ ও বিশ্লেষকদের মধ্যে নানা আলোচনা ও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এই চুক্তি দুই দেশের মধ্যে সামরিক সহযোগিতা বিশেষ করে সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে গভীরতর হওয়ার ইঙ্গিত প্রস্ফুটিত। একটি সমালোচনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে, কেউ এই চুক্তির বিভিন্ন মাত্রা বিশ্লেষণ করতে পারে। প্রথমত, হর্ন অব আফ্রিকা অঞ্চলে তুরস্কের সামরিক উপস্থিতি সম্প্রসারণের কৌশলগত প্রভাব অম্যান্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পক্ষের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। কেউ কেউ যুক্তি দেখান যে, তুরস্কের উদ্দেশ্য প্রতিরক্ষা সহযোগিতার বাইরে যেতে পারে এবং এই অঞ্চলে তার প্রভাব জোরদার করতে পারে, যা সম্ভবত ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি করবে। দ্বিতীয়ত, এই প্রতিরক্ষা চুক্তির কার্যকারিতা ও দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব যাচাইবাইচই করে প্রশ্নেরমাঝে বাকছেন তুরস্কের সামরিক সহায়তা থেকে সোমালিয়ার সক্ষমতা অর্জন ও লাভবান

হওয়ার সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, বিশেষ করে তার নৌসক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে। তদুপরি, সুদানকে প্রয়োজনে তুরস্কের উপর সম্ভাব্য নির্ভরতা গ্রহণের ক্ষেত্রে সোমালিয়ার সার্বভৌমত্ব এবং স্বায়ত্তশাসনকে প্রভাবিত করতে পারে। তা ছাড়া এ ধরনের প্রতিরক্ষা চুক্তির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তুরস্ক ও সোমালিয়া উভয়কেই নিশ্চিত করতে হবে যে চুক্তির শর্তাবলি স্পষ্ট, পারস্পরিক উপকারী এবং আন্তর্জাতিক নিয়ম ও বিধি-বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। স্বচ্ছতার অভাব আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সন্দেহ ও সমালোচনার জন্ম দিতে পারে, যা চুক্তির বৈধতাতে ক্ষুণ্ণ করতে পারে। উপস্থানে, নৌ-কর্তৃপক্ষের বিষয়ে তুরস্ক-সোমালিয়া প্রতিরক্ষা চুক্তি নিরাপত্তা সহযোগিতায় দ্বিপাক্ষীয় সম্পর্ককে আরো গভীর করার আভাস পাওয়া গেছে। কৌশলগত স্বার্থের ভারসাম্য বজায়, কার্যকারিতা নিশ্চিত ও স্বচ্ছতা বজায় রাখা—এই গুরুত্বপূর্ণ চুক্তির মূল্যায়নে গাইড হিসেবে কাজ করবে। হর্ন অব আফ্রিকায় তুরস্কের সামরিক উপস্থিতি ও সম্প্রসারণ, বিশেষ করে তুরস্ক-সোমালিয়া প্রতিরক্ষা চুক্তির মাধ্যমে, এর কৌশলগত প্রভাব বহুমুখী এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত। এই পদক্ষেপটি তুরস্কের আন্তর্জাতিক অবস্থান এবং দৃশ্যমানতা বাড়ানোর বৃহত্তর বৈশিষ্ট্য আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শক্তিশালী পদক্ষেপ মনে করছে, অদূর ভবিষ্যতে সোমালিাল্যান্ডের অবস্থানও বদলে দিতে পারে। সোমালিয়ার সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তির মাধ্যমে হর্ন অব আফ্রিকায় তুরস্কের কৌশলগত সামরিক সম্প্রসারণ আঞ্চলিক সুরক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং ভূ-রাজনৈতিক ল্যান্ডস্কেপে প্রভাব রাখবে।

সাইকেল যাত্রার মধ্যে দিয়ে অভিনব প্রচার তৃনমূল প্রার্থী বাপি হালদারের

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৭ এপ্রিলঃ রবিবাসরীয় ভোট প্রচার জমে উঠেছে মথুরাপুরে। কেন্দ্রের জলমাবাজি সরকারের বিরুদ্ধে সাইকেল যাত্রার মধ্যে দিয়ে অভিনব ভোট প্রচার মথুরাপুরের তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদারের। মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের মনোনীত প্রার্থী বাপি হালদারের সমর্থনে এদিন বিশাল আকারের সাইকেল যাত্রা হয় কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার খড়বাটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রায় ৯ কিলোমিটার রাস্তায়। এ দিন সকালে মন্দিরে পূজো দিয়ে এবং মিষ্টিমুখ ক্রমে শুরু হয় এই সাইকেল যাত্রা, এই সাইকেল যাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বাপি হালদার, রায়দিঘীর বিধায়ক বাণির অলক জলদাতা, মথুরাপুর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির



সভাপতি মানবেন্দ্র হালদার সহ প্রায় ২০০০ তৃণমূল সমর্থক বৃন্দ। এদিন এই অভিনব সাইকেল যাত্রায় অংশ নিয়ে বাপি হালদার বলেন, “মানুষ আজকে বাইক ছেড়েছে, গাড়ি ছেড়েছে, আজকে সাইকেল নিয়ে কেন যাত্রা করছেন, আপনারা নিশ্চিত বুঝতে পারছেন। আজকের কেন্দ্রের মোদির সরকার যারা

জমলাবাজি দিয়ে মিথ্যা কথা বলে সরকারে এসেছে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তাদের মিনিমাম যে ধারণা সেই ধারণাটাকে বদলানোর জন্য এই সাইকেল যাত্রার আয়োজন করা হয়। যে হারে তেলের দাম বৃদ্ধি হয়েছে, যারা বলেছিল পেট্রোলের দাম ৩৫ টাকা করবে, ডিজেলের দাম ২৫ টাকা করবে, যারা গ্যাসের দাম ৩০০ টাকা করবে বলেছিল, আজকের দিনে তারা আবার জমলাবাজি শুরু করেছে। আপনারা দেখলেন হাজার দুয়েক মানুষ আজকে সাইকেল নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে প্রতিবাদ জানালো।” নিতা প্রয়োজনীয় জিনিস এবং তেল ও গ্যাসের দাম যে ভাবে বৃদ্ধি হয়েছে তারই প্রতিবাদ জানাতে মানুষ সাইকেল যাত্রার মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদ সহ ভোটের অভিনব প্রচার ও জনসংযোগ কর্মসূচি পালন করলো। তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদার।

গরম উপেক্ষা করে রবিবাসরীয় প্রচার তৃণমূল প্রার্থীদের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৭ এপ্রিলঃ সকাল থেকেই প্রখর রোদ। টেক্সের তীব্র গরমকে উপেক্ষা করেই রবিবাসরীয় প্রচারে নামলেন বর্ধমান-দুর্গাপুর, বর্ধমান-পূর্ব ও বোেলপুর লোকসভার তৃণমূল প্রার্থীরা। সকাল থেকেই প্রখর রোদের মধ্যে হাসিমুখে ভোটপ্রার্থনা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের তিন প্রার্থী। ভাতাভূ বিধানসভার আলীনগর বাস স্ট্যান্ড থেকে পায়ে হেঁটে জনসংযোগ শুরু করেন বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি বাঁ আকাশ। তারপর তিনি চলে যান বামনাডায় কমী সম্মেলনে যোগ দিতে। চৈত্রের গরম কে উপেক্ষা করে কী, সমর্থকদের জমায়েত ছিলো চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে মহিলাদের উপস্থিতি। ফের পায়ে হেঁটে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সৌহার্দ্য সাক্ষাৎ করতে করতে বনপাশ কামাডপাড়া আরেকটি কমী সভায় যোগ দেন কীর্তিবাবু। দুপুরে মধ্যাহ্নভোজনের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে কমী সভা। এরই মাঝে ছোটদের সাথে একটু ক্রিকেট খেলে নেন বিশ্বকাপ জয়ী প্রান্তন ক্রিকেটার। এদিন তার সঙ্গে ছিলেন ভাতাভের বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারী, ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি স্বরাজ ঘোষ, জেলাপরিষদের কর্মধাক্ষ শান্তনু কোঁড়ার সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃবৃন্না। অন্যদিকে, রবিবার সকালে রায়না-১ ব্লকের নতু অঞ্চলের হরিপুর গ্রাম থেকে প্রচার শুরু করেন বর্ধমান-পূর্বের তৃণমূল প্রার্থী ড. শমীলা সরকার। হরিপুর পায়ে হেঁটে জনসংযোগ করতে করতে গোপালনগর হয়ে শুকুরে পৌঁছান তিনি। গ্রামের মহিলারা প্রাণীকে কাছে পেয়ে খুবই উচ্ছ্বসিত, ফুল ছুড়ে, মালা পরিয়ে স্বাগত জানান্য তারা। শুকুভেই মধ্যাহ্নভোজন সারেন তিনি। তারপর বিকালের দিকে শ্যামসুন্দর থানা মোড় থেকে ডাকের ঢাল পর্যন্ত বড় র্যালির আয়োজন করে ব্লক সভাপতি বামদেব মন্ডল। গরমের মধ্যে প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তা তৃণমূল কমী, সমর্থকদের সঙ্গে হাঁট্টনে ড. শমীলা সরকার। এদিনের প্রচার কর্মসূচিতে সবসময় প্রার্থীর সঙ্গে ছিলেন রায়না-১ ব্লক সভাপতি বামদেব মন্ডল।

রামনবমীর ফ্লেস্ক ছেড়ায় উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৭ এপ্রিলঃ আগামী ১৭ এপ্রিল রামনবমী। তার আগেই রামনবমী উদ্‌যাপন সমিতির টাঙ্কো ফ্লেস্ক ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল দুস্থতকারীদের বিরুদ্ধে। বিষয়টি জানিয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বিশ্ণু হিন্দু পরিষদ। ঘটনাটি বীরভূমের রামপুরহাটে। উল্লেখ্য, প্রতিবারের মতো এবারও রামপুরহাট শব্বরের বিভিন্ন জায়গায় ফ্লেস্ক ও ব্যানার টাঙিয়েছে রামনবমী উদ্‌যাপন সমিতি। আজ তারা দেখতে পান রামপুরহাট পাঁচমাথা এলাকার টাঙানো বেশ কয়েকটি ফ্লেস্ক হেঁড়া অবস্থায় রয়েছে। এরপরই রামপুরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন রামপুরহাট বিশ্ণু হিন্দু পরিষদ। তাদের দাবী, এলাকার সিসি টিভি ক্যামেরা দেখে দুস্থতকারীদের চিহ্নিত করে তাদের গ্রেফতার করতে হবে। দৌরীদের গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আদালতনে নামার উল্লেখ দিয়েছে বিশ্ণু হিন্দু পরিষদ। বিশ্ণু হিন্দু পরিষদের বীরভূম জেলা সম্প্রদায় কেন্দ্রের সভাপতি দত্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন।

মায়াপুর ইসকন মন্দিরে হাতির হানায় মৃত্যু মছতের



দুরন্ত বার্তা, মায়াপুর, ৭ এপ্রিলঃ মায়াপুর ইসকন মন্দিরে হাতির আক্রমণে মৃত্যু হল এক মাছতের। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সন্ধ্যায়। মৃত ওই মাছতের নাম সুমদ্র রাভা (২৬)। অস্থায়ীভাবে মায়াপুর ইসকনে বসবাস করলেও তার আদি বাড়ি অসমের কামরূপ জেলার দুসিয়া গাঁও এলাকায়। এই ঘটনার খবর জানাজানি হতেই সমগ্র মায়াপুর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তীব্র চর্চল্য। মায়াপুর ইসকন সূত্রে জানা যায়, অন্যান্য দিনের মতো শনিবার সন্ধ্যায় মায়াপুর শ্রীশ্রী চন্দ্রোদয় মন্দিরের একটি পোশা হাটিকে খাবার দিতে যায় মাছত সুমদ্র রাভা। সেই সময় কোনও ভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওই হাতিটি মাছত সুমদ্রকে আক্রমণ করে বসে। এমন অবস্থায় পাশে থাকা অন্য এক মাছত অজয় রাভা তাকে বাঁচাতে গিয়ে অন্য একটি হাতির উপর থেকে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হয়। বেশ কিছুক্ষণ পর ইসকনের অন্যান্য কর্মীরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। পরে কোনও ক্রমে আহত দুজনকে আসকাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় মায়াপুর উপযন্ত্রা কেন্দ্রে। সেখানে সমুদ্র রাভাকে পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। অপরদিকে অজয় রাভা নামক অপর আহত মাছতের অবস্থা সংকট জনক হওয়ায়, তাকে পাঠানো হয় কল্যাণী জ্বরলাল মেমোরিয়াল হাসপাতালে। এবিষয়ে প্রথমে কেউ মুখ খুলতে না চাইলেও পরে মায়াপুর ইসকন শ্রীশ্রীচন্দ্রদয় মন্দিরের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, খুবই বেদনাদায়ক ঘটনা। ওই মাছতের মৃত্যু প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “হাতির আক্রমণ থেকে হাটসেলে নাকি অন্য কিছু, তা ময়না তদন্তের রিপোর্ট আসার পরই জানা যাবে।” রবিবার মৃত মাছতের শ্রেষ্ঠ ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠায় পুলিশ। সূত্রের খবর রবিবার দুপুরে পুরো বিষয়টি তদন্ত করতে বনদপ্তরের এক আধিকারিকের নেতৃত্বে বন কর্মীরা ছুটে আসেন মায়াপুর ইসকন মন্দিরে। বনদপ্তরের এক আধিকারিক জানান, এই মুহূর্তে হাতিটি শান্ত আছে।

চাঙ্গর ভেড়ে পড়ায় মাথায় চোট দিদি ও নাতনির



দুরন্ত বার্তা, কালনা, ৭ এপ্রিলঃ ঘুমন্ত অবস্থায় মাথার উপর ছায়ে বড় চাঙ্গর ভেঙ্গে পড়ে গুরুতর জখম দিদিমা ও নাতনি। দুজনকেই কালনা হাসপিটালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় গতকাল রাতেই। তারপর থেকেই কালনা হাসপিটালে চিকিৎসাধীন তারা। আহতরা হলেন নুরজাহান বিবি এবং তার নাতনি ফুলি খাতুন। জানা গিয়েছে গতকাল রাতে দিদিমার সন্তাই ঘুমাইছিলেন তার নাতনি, এমন সময় পুরনো

ছাদের একটি বড় চাঙ্গর হঠাৎই আমকায় ভেঙে পড়ে তাদের উপর। গুরুতর চোট লাগে দিদিমা নুরজাহান বিবির ও তার নাতনি ফুলি খাতুনের এরপরই দুজনকেই কালনা হাসপিটালে ভর্তি করা হয়। এদিন রবিবার বেলা বারোট্টা নাগাদ আহতের এক আত্মীয় তিনি জানান পুরনো ঘর আর তাই সেই কারণেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙ্গে পড়ে আহত হয়েছেন তারা। এমনকি তারা অভিযোগ তোলেন বহবার ঘরের আবেদন করেও তারা ঘর পাইনি। রবিবারে প্রসঙ্গে বিধায়ক দেবপ্রসাদ বলেন, “২০২১ এর পর থেকে আপাস প্লাসের সমস্ত ঘরের টাকা দেওয়া বন্ধ রেখেছে কেন্দ্র আর সেই কারণেই ঘর দেওয়া যায়নি। অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই নিয়ে আন্দোলন করছেন।” যদিও এদিন আহতদের পাশে দাঁড়িয়েছেন বিপ্লি সমাজসেবী সূত্রত পাল। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদেরকে আর্থিক সাহায্যও করেছেন তিনি।

আত্মহত্যার প্ররোচনার অভিযোগে স্ত্রী ও শাশুড়ির ১৪ দিনের জেল হেপাজত

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ৭ এপ্রিলঃ স্বামীকে আত্মহত্যা় প্ররোচনার অভিযোগে প্রেণ্ডার হওয়া মৃত যুবকের স্ত্রী ও শাশুড়ির ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ বিচারকের। সূত্রের খবর রবিবার সকালে অভিযোগের ভিত্তিতে নবদ্বীপ চররক্ষানগর এলাকা থেকে অভিযুক্ত দুজনকে প্রেণ্ডার করা হয়। ধৃতদের নাম বাীথিকা দাস ও সরস্বতী হালদার। রবিবার ধৃতদের নবদ্বীপ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে তোলা হলে, আদালতের বিচারক উপরোক্ত নির্দেশ দেন। জানা যায়, নবদ্বীপ ব্লকের চররক্ষানগরের বাসিন্দা বিজয়ের কুমার দাস (৩৬) নামে এক যুবকের গত শুক্রবার হরিয়ানায় অস্ত্রাভাবিক মৃত্যু হয়। কিশোর হরিয়ানায় একটি বেসরকারি সংস্থার নিরাপত্তা রক্ষীর কাজ করতেন। তার এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলে ঠাকুরদার কাছে থাকতেন। স্ত্রী সেখানে পরিত্রািকার কাজ করতেন। গত শুক্রবার হরিয়ানায় কিশোর আত্মঘাতী হন। কিন্তু তাঁর বাবার অভিযোগ, বৌমা এবং তাদের বাড়ির লোকজন ছেলের ওপর খুবই মানসিক অত্যাচার করত। গত শুক্রবার কিশোর আত্মঘাতী হয়েছেন সে খবরও তাদের জানানো হয়নি। হরিয়ানা থেকে ছেলের এক প্রতিবেশী ফোনে বিষয়টি জানান। শনিবার গভীর রাতে ছেলের মৃতদেহ তাঁর শ্বশুর বাড়ির লোকজন সংকার করতে নবদ্বীপে নিয়ে আসে। রবিবার সকালে মৃত যুবকের বাবা কৃষ্ণ গোপাল দাস, নবদ্বীপ থানায় আত্মহত্যার প্ররোচনার অভিযোগ দায়ের করেন বৌমা, তাঁর বাবা, মাস শ্বশুর বাড়ির পাঁচ জনের বিরুদ্ধে। কৃষ্ণবাবুর অভিযোগ, ওরা আমার ছেলের উপরে ভীষণ অত্যাচার করত। এমনকি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পিত না। এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেয়েই আমার ছেলে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার সকালে কিশোরের স্ত্রী ও শাশুড়িকে প্রেণ্ডার করে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। অপর অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে বলে জানা যায়।

রেহাই নেই উর্দিখারীরাদেরও! মানবাজারে এসএসআই-কে ঘিরে ধরে মারধরের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মানবাজার, ৭ এপ্রিলঃ কেন্দ্রীয় এজেন্সির পর এবার জনরোষের মুখে পড়ে ‘আক্রান্ত’ পুলিশও। পুরুলিয়ার মানবাজারে এক বিবাদ ধামাতে গিয়ে ‘মার’ খেলেন খোদ এসএসআই। জানা যাচ্ছে, রবিবার দুপুরে মানবাজারের ইন্দকুড়ি এলাকায় গরু চরানোকে বন্ধ করে প্রতিবেশীদের মধ্যে বেচসা শুরু হয়েছিল। খবর পেয়ে মানবাজার থানা থেকে পুলিশের টিম ঘটনাস্থলে যায়। সেই সময় দু’পক্ষের ঝামেলা খামাতে গেলে বিবাদমান দুপক্ষের মাঝে পড়ে মার খেতে হয় এসএসআই অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়কে। জানা যাচ্ছে, এদিনের গোলামাল পুলিশের ওই এসএসআই ছাড়াও, সিভিক ডল্যিটার, কনস্টেবল ও আরও ২ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের

মানবাজার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য। প্রাথমিকভাবে স্থানীয় সূত্র মারফত



জানা যাচ্ছে, ওই এলাকায় এক মহিলা গরু চরাতে গিয়েছিলেন। সেই সময় তাঁকে চোর অবপাদ দিলেও বচসা শুরু হয় এবং

ধস্তাধস্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়। সেই খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করতই

একদল মানুষ চড়াও হয় পুলিশের উপরেই। এদিনের গোলামালের জেরে বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল বিঘ্নিত হয় পুরুলিয়া-মানবাজার

এনআইএ-র সঙ্গে ষড়যন্ত্র জিতেন্দ্রর!

কুণালের অভিযোগে মানহানি মামলার হুঁশিয়ারি বিজেপি নেতার

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৭ এপ্রিলঃ বিজেপির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ভূপতিনগরে হানা দেয় এনআইএ। ভূপতিনগরে তৃণমূল নেতাদের বাড়িতে অভিযানের আগে অখের বিনিময়ে ‘বাংলা বিরোধী’ ষড়যন্ত্র করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা, ততে মূল চক্রান্তকারী ছিলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি, রবিবার এই অভিযোগে সরব হয়েছে তৃণমূল। সাংবাদিক বৈঠকে রীতিমতো জিতেন্দ্রর সঙ্গে এনআইএ-র গোপন বৈঠকের ভিডিও প্রকাশের হুঁশিয়ারি দেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। শাসকদলের এই অভিযোগ নিয়ে শোরগোলের মধ্যেই মুখ খুললেন জিতেন্দ্র। কুণালের অভিযোগ উড়িয়ে দিলেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি। পাল্টা মানহানির মামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। তৃণমূল মুখপত্রের অভিযোগের প্রেক্ষিতে জিতেন্দ্র বলেন, “যাঁরা অভিযোগ এনেছেন প্রমাণ করার দায়িত্ব তাদের। খাম বলতে তৃণমূল কংগ্রেস পয়সার কথা ভাবো। তাঁরা কোন খামের কথা বলছে জানি না। টাকা পয়সার লেনদেন, এই সমস্ত কাজে তাঁরাই

আভাস্ত। ওরা এই সমস্ত কাজেই ব্যস্ত থাকে।” তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, গত ২৬ মার্চ এনআইএ-এর এসপি ধনরাম সিংহের বাড়িতে বৈঠক করেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। আর সেখানেই



বাংলার কোন তৃণমূল নেতাদের বাড়িতে এনআইএ হানা দেবে তার তালিকা দেওয়া হয় বলে দাবি তৃণমূলের। শুধু তাই নয়, একটি সাদা প্যাকেট মুড়ে এনআইয়ের ওই অফিসারকে বিজেপি নেতা টাকা দেন বলেও অভিযোগ তৃণমূলের মুখপাত্রের। আর ‘আপত্তিকর’ এই

অভিযোগ সাত দিনের মধ্যে প্রত্যাহার করে না নিলে মানহানির মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন জিতেন্দ্র। প্রসঙ্গত, জিতেন্দ্র তিওয়ারি ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। আসানসোলের প্রাক্তন মেয়রের বিজেপিতে যোগদান করে বিস্তর সরগরম হয়েছিল রাজ্য রাজনীতি। গেরুয়া শিবিরের টিকিটে তিনি ভোট লড়লেও শেষমেশ জয়ী হতে পারেননি। এখনও পর্যন্ত আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে কাকে প্রার্থী করবে বিজেপি, তা স্পষ্ট নয়। এর আগে ভোজপুরী গায়ক পবন সিংকে প্রার্থী করা হলেও তিনি শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে চাননি। আবার আসানসোলে বিজেপি প্রার্থী হিসাবে জিতেন্দ্র তিওয়ারির নামও উঠে আসছিল। কয়েকটি জায়গায় দেওয়াল লিখনের ছবিও সামনে আসে। যদিও বিজেপির উচ্চ নেতৃত্বের নজরে আসতেই তা তড়িঘড়ি মুছে দেওয়া হয়। এরই মধ্যে জিতেন্দ্র তিওয়ারির নামে নয়া অভিযোগ তুলল তৃণমূল। দলীয় সূত্রের খবর, এ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টেও যাচ্ছে তৃণমূল।

মোদির সভায় যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা আঙুল ভেঙে ঝুলল বিজেপি সমর্থকের, আহত ১৮

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ এপ্রিলঃ ধূপগুড়িতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভা ছিল রবিবার। বিজেপি নেতা-কমী থেকে সাধারণ সমর্থক, দূর দূরান্ত থেকে এসেছিলেন বহু মানুষ। সেই সভাতেই যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বিজেপি সমর্থকদের একটি গাড়ি। ১৮ জন বিজেপি কমী সেখানে ছিলেন। দুর্ঘটনায় আহত বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়, জলপাইগুড়ির বিদায়ী হাসপদ জয়ন্ত রায়রা। রবিবার ধূপগুড়িতে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা ছিল। সেই জনসভায় রাজগঞ্জের মাস্তাদারি গ্রামপঞ্চায়েত থেকে প্রচুর বিজেপি কমী যাচ্ছিলেন। পথে



বোদাগঞ্জ এলাকায় একটি গাড়ি উল্টে যায়। জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে খবর, তাতেই আহত

হন ১৮ জন বিজেপি কমী। তাঁরা জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন।

এনআইএ-র এসপির সঙ্গে জিতেন্দ্রর ভিডিও থাকলে প্রকাশ করুন, চ্যালেঞ্জ শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৭ এপ্রিলঃ এনআইএ-র এসপি ধনরাম সিং-এর বাড়িতে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারির বৈঠক করেছেন। বিজেপির দেওয়া তালিকা অনুযায়ীই ভূপতিনগরে তৃণমূল নেতাদের বাড়িতে হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি। কুণাল ঘোষের সেই বিবৃফোরক অভিযোগের প্রেক্ষিতে তৃণমূলকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ করলেন শুভেন্দু অধিকারী। বলেন, “ফুটেজ থাকলে প্রকাশ করুন।” শুধু তাই নয়, সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, “সংশোধালির ঘটনা থেকে নজর যোৱানোর চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী।” সাংবাদিক বৈঠকে

নেতৃত্বের দাবি, গত ২৬ মার্চ এনআইএ-এর এসপি ধনরাম সিংহের বাড়িতে বৈঠক করেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। আর সেখানেই বাংলার কোন তৃণমূল নেতাদের বাড়িতে এনআইএ হানা



দেবে তার তালিকা দেওয়া হয় বলে দাবি তৃণমূলের। শুধু তাই নয়, একটি সাদা প্যাকেট মুড়ে এনআইয়ের ওই অফিসারকে বিজেপি নেতা টাকা দেন বলেও অভিযোগ তৃণমূলের মুখপাত্রের। এনআইএ-র এসপির বাড়ির রেজিস্টার বুকসে জিতেন্দ্রর স্বই আছে বলেও দাবি করেন কুণাল। এপ্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, “রেজিস্টারে জিতেন্দ্র তিওয়ারির

স্বই বানানো হতে পারে। তৃণমূলের ষড়যন্ত্রে বিশ্বাস করবেন না। প্ররোচনায় পা দেনেন না।” শনিবার ভূপতিনগরে এনআইএ-র উপর হামলার নেপথ্যে বিজেপির চক্রান্তের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার বাবুরঘাটের জনসভা থেকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের উপরে হামলার ঘটনায় বড় প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, “মাঝরাতে কেন গিয়েছিল এনআইএ? স্থানীয় পুলিশকে জানিয়ে তো যাননি। মাঝরাতে গ্রামের মানুষ ঘটে। কাউকে দেখলে ভেঙে যায়। দু’জন আধিকারিক জখমও হন।

হামলা করেননি, হামলা চালিয়েছে এনআইএ।” আর এনআইএ-র অভিধান নিয়ে মমতার বক্তব্যকে নিশানা করেছেন শুভেন্দু। বিরোধী দলনেতার কথায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আতঙ্কিত হয়ে গুণ্ডাদের সমর্থন করছেন। পুলিশ মন্ত্রী কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে আক্রমণ করছে, এটা নিন্দনীয়। এনআইএ সূত্রের দাবি, ভূপতিনগর বিব্ফোরণ কাণ্ডের তদন্তে শনিবার ভোরে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন তদন্তকারীরা। সেখান থেকে দু’জন অভিযুক্তকে আটক করে গাড়িতে তোলার পরই গ্রামবাসীর একাংশ হামলা চালায়। গাড়ি লস্কর করে পথের ছেড়া হয়। ঘটনায় দুজন আধিকারিক জখম হয়েছেন। ভূপতিনগর বিব্ফোরণ কাণ্ডে সম্প্রতি আটজনকে এনআইএ-র কলকাতার দফতরে হাজির দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অভিযুক্তরা হাজিরা না দেওয়ার শনিবার ভোরে অভিযোগ তদন্তকারীরা। অভিযোগ, গ্রামের মহিলারা তদন্তকারীদের ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। গ্রামবাসীদের হামলায় গাড়ির কাচ ভেঙে যায়। দু’জন আধিকারিক জখমও হন।

শিক্ষকদের নিয়ে বৈঠক, নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের অভিযোগ বিরোধীদের

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৭ এপ্রিলঃ নির্বাচনী কাজে যুক্ত শিক্ষকদের নিয়ে সভা করায় নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এনিয়ে বিরোধীরা মহকুমা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। যদিও নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ করেনি বলে দাবি তৃণমূলের। জানা গিয়েছে, রবিবার রামপুরহাট শহরের একটি বেসরকারি লজের সভাকক্ষে মহকুমার প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে সভা করে তৃণমূল। সভায় শিক্ষক সংগঠনের জেলা সভাপতি প্রলয় নায়েক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বীরভূম লোকসভার তৃণমূল পদপ্রার্থী শতাব্দী রায়, বিশানসভার ডেপুটি স্পিকার আধিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। কিভাবে দলীয় প্রার্থীর হয়ে ভোট করতে হবে সেই নির্দেশ দেওয়া হয়। সভায় উপস্থিত অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষিকায় নির্বাচনী কাজের সঙ্গে যুক্ত। কেউ কেউ দুদিনের প্রশিক্ষণও



নিয়ে ফেলেছেন। নির্বাচনী কাজে যুক্ত এমন শিক্ষকদের নিয়ে সভা করা হল কিভাবে? এ প্রশ্নে শতাব্দী রায় ঢোক গেলেন। এরপর তিনি নিজেই সাংবাদিকদের প্রশ্ন করেন ইনারা কি নির্বাচনী কাজে রয়েছেন? যদিও নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন প্রলয় নায়েক। তিনি বলেন, “গণতান্ত্রিক দেশে সমস্ত মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। ফলে রবিবার ছুটির দিন শিক্ষকের আমাদের ডাকে এসেছেন। তারা ছুটির সময় বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমাদের সরকারের কথা মানুষের কাছে তুলে ধরেনো। মানুষের কাছে প্রকল্পের কথা তুলে ধরবেন। এতে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন হয়েছে বলে মনে করি না।” সংগঠনের সভাপতি প্রলয় নায়েক নির্বাচনী সভার কথা জানালেও শিক্ষক শৃশান্ত চট্টোপাধ্যায় সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, “আমরা দলীয় সভা করছি না। আমাদের রাজ্য সম্মেলনের বিষয়ে আলোচনা করতে জমায়েত হয়েছে। নির্বাচনী আলোচনা হয়নি।” কংগ্রেস পদ প্রার্থী মিল্টন রশিদ বলেন, “নির্বাচনী কাজে যুক্ত ব্যক্তিতা সরাসরি রাজনীতি করলে ভোটের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। ভোট গ্রহণ কেন্দ্রেও তারা তৃণমূলের হয়ে কাজ করবে। অবিলম্বে নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।” বিজেপির শিক্ষক সেলার নেতা নীলকণ্ঠ বিশ্বাস বলেন, “নির্বাচনী কাজে যুক্ত শিক্ষকরা যদি সরাসরি রাজনৈতিক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন তাহলে তিনি কেমন ভোট গ্রহণ করবেন সেটা সকলের জানা। নির্বাচনী কাজে যুক্তদের সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। আমরা এনিয়ে কমিশনে অভিযোগ জানাব।”

চিত্তিরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
ওপেন ই-টোপর বিস্তার্তি

নং. সিওএম/সিআরজে/পিইবি/ই-টোপার/১৯/০৩৬ তারিখঃ ০৪/০৪/২০২৪। নির্দিষ্টভাবে ই-টোপরগুলি www.reps.gov.in সিরিসে যানো যাকেন। কাজ যাবে। লিঙ্ক www.reps.gov.in → E-Tender Stores/Supply Address করে কবেলমার ইলেকট্রনিক্স। এরপ ই-টোপারের জন্য অফার জমা করা যাবে। নির্দিষ্ট টোপর সম্পর্কিত পল্লীকর্ম অথবা আইআরইএস সম্পর্কিত তথ্য, বডি বাকে, পাওয়ার জন্য ভেতরগণ উল্লিখিত বাহ্যিকসিহনসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ভোটটি সিএমএম/এইচকিউ/সিএলজু/ভিটরনং. ০৩৬১ →২২৫৫৫৯৪ অথবা এসএমএম/কন/এইচকিউ, ০৩৬১→২২৫৫৫৯৩, অফিসের ফোনঃ সিপিএএম/সিএলজু/ভিটরনং-এর অধীনে। নিম্নরূপ 13।: ৭৫৪৯৯০০০। আর্থিকটিএও পেশনিকিহনং. নং. আরডিএমও/২০০৭/নির্দি-০৪ (সেভ. ২) এবং সংসদ উইং অনুসরী গ্যাংওয়ে ভারোহেমেন্ট সহ ভূরূএই-১এইচ/কন/ইউইলটো জন্ম ডেভেলপমেন্ট ফোরনিজিটো ফারের হয়ে ইলেক-কনভল্টেশনের জন্য ইআইসি টাইল ইলেক্টোরাল ফ্লাগ থাককেন।। (গোয়েলি মমরালীমা) ডেলিভারির তারিখের পর থেকে ৫০ মাল্য: ২০০.০০ টি: ২১৭৭০০.০০ টাকঃ ০৩/০৪/২০২৪ তারিখ সন্কাল ১১টায়। 1২।: ৭৫৪৫৫০৩১: পেশিণ. নং. সিএলজু/এলএম/৩/১৫৪ অল্ট-২ এবং সংসদ উইং অনুসরী মমরালীমা) ডেলিভারির তারিখের পর থেকে ৫০ মাল্য: ১০০.০০০ টি: ৬৪৪১১০.০০ টাকঃ ০৩/০৪/২০২৪ তারিখ সন্কাল ১১টায়। PR33/৩২১ পিসিএমএম/পিইবিজি/ভিটরনং
আমাদের লাইক করুন: www.facebook.com/citrarailways

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

মুম্বাইয়ের জিও ওয়ার্ল্ড কনভেনশন সেন্টারে বসেছিল এই ফ্যাশন



বসন্ত যাই যাই করছে। আসতে চলেছে গরমের দাপট। ‘এল নিনো’র প্রভাবে এ বছর প্রচণ্ড গরম পড়বে। প্রতিবারের মতো এবারও লাকমের র‍্যাম্পে মেলে ধরা হলো গ্রীষ্মের দিন ও রাতের নতুন ধারার পোশাক। তবে ফ্যাশন এখন শুধু গ্ল্যামারজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সাধারণ মানুষ এখন যথেষ্ট ফ্যাশনসচেতন। তাই এবার সবার জন্য ছিল বাহারি আয়োজন। কিছু কিছু ডিজাইনার এই আসরে তুলে ধরেছিলেন বিশ্বফ্যাশন। তাই সব মিলিয়ে জমজমাট ছিল ‘এফডিসিআই ল্যাকমে ফ্যাশন উইক ২০২৪’। সম্প্রতি মুম্বাইয়ের জিও ওয়ার্ল্ড কনভেনশন সেন্টারে বসেছিল এই ফ্যাশন উৎসবের আসর।

নব্বিনের উল্লাস
লাকমের আসর মানেই নবাগত ডিজাইনারদের জন্য উন্মুক্ত এক প্রাঙ্গণ। প্রতিবারের মতো এবারও লাকমের মঞ্চে অভিষেক হয়েছিল একঝাঁক নবাগত ডিজাইনারের। খ্যাতনামা ফ্যাশন ইনস্টিটিউট ‘আইএনআইএফডি’ আয়োজিত

জেনেলেস্ট শীর্ষক এ আয়োজনে রোহিতাস নোটিনি ফ্যাশনের ক্ষেত্রে তথাকথিত পুরুষত্বকে ভেঙে এক নতুন ফ্যাশনের জন্ম দিয়েছিলেন। কৃতি গ্রেটা সিংখির প্রদর্শনে উঠে এসেছিল জৈবিক, পরিবেশবান্ধব, হাতে বোনা, প্রাকৃতিক সিল্ক, আর বাংলার ফুলিয়ার সূতির সিল্কের স্মার্ট-রাউজ, মিডি ড্রেস, ওয়াইড প্যান্ট, ক্রপড জ্যাকেটসহ আরও বাহারি পোশাক। এদিনের প্রথম শোতে চারমি আন্থাডাটের প্রদর্শনে ছিল পার্কি প্লেসুট, কার্গো প্যান্ট, ন্নিক স্টিটসসহ আরও ট্রেন্ডি ও আরামদায়ক পোশাক। যশ গাড়া তাঁর ‘ধাপেদার ডেনিম’ শীর্ষক আয়োজনের মাধ্যমে ডেনিমের বৈচিত্র্য মেলে ধরেছিলেন।

বিশ্বফ্যাশন
এবার ল্যাকমে ফ্যাশন উইকে বেশ কিছু ডিজাইনার তাঁদের প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে এক নতুন ফ্যাশনধারা পৌঁছে দিয়েছেন। কেউ এ ক্ষেত্রে স্পোর্টসের পোশাক, আবার কেউ রাতের পাট্টি পোশাক রেখে দিয়েছেন। ডিজাইনার রাজেশ প্রতাপ সিং এবং লা মার্টিনা



যৌথভাবে এক অভিনব ফ্যাশন শো-এর আয়োজন করেছিলেন। মুম্বাইয়ের ঐতিহ্যবাহী মহালাক্ষ্মী পোলো গ্রাউন্ডে এই আয়োজন করা হয়েছিল। রাজেশ প্রতাপ সিং তাঁর এই প্রদর্শনের মাধ্যমে ‘গোলাপি শহর’ জয়পুরের সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছিলেন। পোলো ও রাজস্থানি শিল্পকলা একসূত্রে গেঁথে পোলো ফ্যাশনের এক নতুন শিল্পকথার জন্ম দিয়েছিলেন এই খ্যাতনামা ডিজাইনার। এদিকে ডিজাইনার কনিকা গোয়েলের আয়োজনে ছিল স্টিটওয়ার ও অ্যাথলেটিকসের পোশাকের বৈচিত্র্য। তিনি এ দেশে প্রথম নিয়ে এলেন স্টিটওয়ার ক্যাপসুল কালেকশন। তাঁর ‘রেট্রোভার্স’ শীর্ষক এই কালেকশন নব্বইয়ের দশক দ্বারা অনুপ্রাণিত।

এই কালেকশনের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করেছেন জীবনের বহিঃস্বপ্নকে। তাঁদের সুইমওয়্যার কালেকশনে উঠে এসেছিল প্রকৃতির নানান রং-রূপ। খ্যাতনামা ডিজাইনার শান্তনু-নিখিলের প্রদর্শনে ধরা পড়েছিল বিংশ-ফ্যাশন। ব্যাটালিয়ন জ্যাকটের সঙ্গে মানানসই নানান প্যাটার্নের প্যান্ট ও স্মার্টের সম্ভার ছিল তাঁদের ‘ইউ’ কালেকশনে। রাহুল মিশ্র এই ফ্যাশন উৎসবে নিয়ে এসেছিলেন রাতের পাট্টির বাহারি পোশাক। প্রকৃতির নানান উপাদানকে মোটিফ হিসেবে ব্যবহার করে তিনি তাঁর ক্যানভাসকে বর্ণময় করে তুলেছিলেন।

হোলি থেকে ঈদ
লাকমের ফ্যাশন উইকের আসর

এবারও উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল। খ্যাতনামা ডিজাইনার সৌরভ তাঁর ‘গুলাল’ শীর্ষক এক রঙিন আয়োজনে ফিরিয়ে এনেছিলেন সময়ের স্রোতে হারিয়ে যাওয়া মোচি, পার্সি গাড়া, পেটাইট পয়েন্ট, কাপুটি, ফুলকারি, কাছ, কাশ্মীরি এমব্রয়ডারিকে। হাতচরখা খাদি, নরম সূতি, সিল্ক মটকা, সিল্কের শাড়ি ও লেহেঙ্গার ওপর এসব এমব্রয়ডারি ধরা পড়েছিল।

বরুণ চাক্কিলাম তাঁর ‘লিনোরা’ শীর্ষক প্রদর্শনের মাধ্যমে আলোকমালাকে উদ্‌যাপন করেছেন। তাঁর আয়োজনে ছিল লেহেঙ্গা-ঢোলির নানান বাহারা। অবশিষ্ট আশ্পুলা এক দৃষ্টিগনন পরিবেশনার মাধ্যমে ল্যাকমের এবারের আয়োজনকে আরও উৎসবমুখর করে তুলেছিলেন। তাঁর ‘ব্লুসম’ থেকে নানান পার্গিয়ান মোটিফ ব্যবহার করেছেন তাঁর কালেকশনে। সান্ধী ভাটি এ আসরে এক জাদুকরী আবহের সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি লেহেঙ্গা-ঢোলি, শাড়ি, গাউন, সারারা, ম্যাস্জি ড্রেসসহ আরও নানান পোশাকের ওপর ফুল, পাতা মোটিফ হিসেবে তুলে ধরেছিলেন।

স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন



দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ এপ্রিল : আজ রবিবার শিলিগুড়িতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হলো। আজ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস এই উপলক্ষে শিলিগুড়ির বাহ্যতীন পার্কের ১-নম্বর গেটে-র সামনে সকাল থেকে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সকাল ১১-টা থেকে এই রক্তদান শিবিরের শুভ সূচনা হয়। শিলিগুড়ির বুকে এই প্রথম এত বড়বৃহৎ রক্তদান শিবিরঅনুষ্ঠিত হলো। ২৭টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মিলে এটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। মোট ২৭ টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শিলিগুড়ি সোশ্যাল ওয়ার্কার অ্যাসোসিয়েশন নামের ফোরামে এক হয়ে এই মেগা

রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। এই উদ্যোগের কারণে কিছুটা হলেও ব্লাড ব্যান্ড গুলোর রক্তের শূন্যতা এবং রক্ত সংকট দূর করা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়া এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন এর আরো উদ্দেশ্য হলো সাধারণ মানুষের মধ্যে রক্তদান করার বিষয়ে জাগরূপ করা।

রক্তদান শিবির প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্থার এক জন সদস্য জানান, আজ রবিবার ছুটির দিন সকাল থেকেই রক্তদান শিবির শুরু হয়েছে, অনেকেই এই রক্তদান শিবিরে এসে রক্ত দান করেছেন। এরকম একটি উদ্যোগ নিতে পেরে তাদের সকলের ভালো লাগছে।

মৌদীকে আক্রমণ রেডিডর

রংগারেডিড, ৭ এপ্রিল : হুইডম, হুইড, সিবিআই ও ইনকাম ট্যাক্স প্রথমমন্ত্রী মৌদীর পরিবার, রবিবার জনসভা থেকে এই ভাষাতেই মৌদীকে আক্রমণ করেন তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেভন্ত রেডি। তিনি এদিন তেলঙ্গানার রংগারেডিডে জনসভায় ভাষণে একথা বলেন। রংগারেডিডে এদিন জন যাত্রা সভা চলাকালীন কংগ্রেসের ইস্তহার প্রকাশের সময় তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেভন্ত রেডি বলেছেন, কংগ্রেস একটি পরিবার।

নাম পরিবর্তন
আমি Swati Karel (পুরাতন নাম) স্বামী Madan Mohan Karel ঠিকানা Saket Building, 2nd Floor, Flat no. 2B, 2, Ho Chi Minh Sarani Beside Metro Plaza Middleton Row Kolkata-700071, W.B. কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 05-04-2024 এর Affidavit no. 105/2024 যারা আমার নাম এখন থেকে Swati Devi Karel (নতুন নাম) নামে পরিচিত হবেন। Swati Devi Karel (নতুন নাম) ও Swati Karel (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Showna Bepary (পুরাতন নাম) স্বামী Tapash Kumar Roy ঠিকানা 9/10, Madhusudan Das Bye Lane, P.O.- Botanic Garden, District.- Howrah, Pin-711103, W.B. হাওড়া নোটারি পাবলিক Dated 04-04-2024 এর Affidavit no. 222 যারা আমার নাম এখন থেকে Showna Roy (নতুন নাম) নামে পরিচিত হবেন। Showna Roy (নতুন নাম) ও Showna Bepary (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I SK JABED ALI, SON OF SHAIKH ALIF NABI, RESIDING AT Y-2/84/B SATGHARA LANE, BADARTALA, KOLKATA -700044, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAIKH JABED ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/04/2024. THAT SK JABED ALI AND SHAIKH JABED ALI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I NARAYAN CHANDRA JANA, S/O- SRIDHAR JANA, R/O- MURIGANGA HENDAL KATKI KACHUBERIA, PS- SAGAR SOUTH 24 PARGANAS, PIN- 743373, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NARAYAN JANA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/04/2024. THAT NARAYAN CHANDRA JANA AND NARAYAN JANA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Najrul Islam Mistre (old name) S/O Alahuddin Mistri, residing at Vill- Khorgachi, P.O.- Khorgachi, P.S.- Baduria, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743427, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Najrul Islam Mistri (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/04/2024. Najrul Islam Mistri (new name) and Najrul Islam Mistre (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Saharaf Mistre (old name) S/O Golam Bari Mondal, residing at Vill- Ramchandrapur, P.O.- Ramchandrapur, P.S.- Baduria, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743427, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Saharaf Mistri (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/04/2024. Jafar Ali Mondal (old name) and Jafar Ali Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Jafor Ali Mondal (old name) S/O Golam Bari Mondal, residing at Vill- Ramchandrapur, P.O.- Ramchandrapur, P.S.- Baduria, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743427, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Jafar Ali Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/04/2024. Jafar Ali Mondal (old name) and Jafor Ali Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Suksha Bibi (old name) W/O Mohammed Rafique Ahmed, residing at 69E, Dr. Sudhir Bose Road, P.S.- Waugtunge, Kolkata- 700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ruksana Begum (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/04/2024. Ruksana Begum (new name) and Ruksa Bibi (old name) both are same identical person.

Name Change
I MOHAMMED ILAS & MD LIYAS, S/O MD IDRIS, R/O 16/2B, TOPSIA ROAD, KOLKATA -700046, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD LIYAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 05/04/2024, THAT MOHAMMED ILAS & MD LIYAS AND MD LIYAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SK. SAHIDUL ISLAM, SON OF SK. JOHAR ALI, RESIDING AT B A G B E R I A , M A D A N P U R , KRISHNAPUR, PS-MADHYAMGRAM, NORTH 24 PARGANAS - 700128, WEST BENGAL DO HEREBY INFORM THAT MY MINOR SON SHEIKH SOHAN ISLAM SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK. SOHAN ISLAM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT C.M.M'S COURT KOLKATA ON 12/04/2024. THAT SHEIKH SOHAN ISLAM AND SK. SOHAN ISLAM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SOMA BASU ROY CHOWDHURY, WIFE OF SABYASACHI ROY CHOWDHURY, RESIDING AT 52B/2 GANGAPURI, PURBA PUTAIARI, REGENTPARK, KOLKATA-700093, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SOMA BASU VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/04/2024. THAT SOMA BASU ROY CHOWDHURY AND SOMA BASU BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Avtar Singh (Old Name) S/o Daulat Singh Sidhu Residing at 12A, 3rd Floor, Bijoy Bose Road, Turf Road Crossing, Kalgahat, Bhawanipore, P.O.- Bhawanipore, Dist.- Kolkata, W.B.-700025, India shall henceforth be known as Avtar Singh Sidhu (New Name) as declared before the Ld. 1st Class Metropolitan Magistrate, Kolkata vide affidavit Dated 27-03-2024. Avtar Singh (Old Name) and Avtar Singh Sidhu (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I ROHAN KUMAR RAY, S/O RAMESH RAY, R/O AA-101, PRAFULLA KANAN, PASCHIM, SRIMOYEY APARTMENT, BLOCK -K, 4 FLOOR, S D TOWER, BIDHANNAGAR-700101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ROHAN RAY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/04/2024. THAT ROHAN KUMAR RAY AND ROHAN RAY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I REKHA VELU, W/O RAM PRAKASH VERMA, R/O CHAK RAMNAGAR, INDIRA UDDYAN, PO R C THAKURANI, HARIDIEVPUR, KOLKATA -700104, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS REKHA VERMA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/04/2024. THAT REKHA VELU AND REKHA VERMA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I MARGARET NIKITA VELU, D/O RAM PRAKASH VERMA, R/O CHAK RAMNAGAR, INDIRA UDDYAN, PO R C THAKURANI, HARIDIEVPUR, KOLKATA -700104, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NIKITA VERMA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/04/2024. THAT MARGARET NIKITA VELU AND NIKITA VERMA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I MOMANA BIBI, WIFE OF LATE SAMSER ALI, RESIDING AT VILL & PO - CHAITA, PS-BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS - 743445, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOMENA BIBI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/04/2024. THAT MOMANA BIBI AND MOMENA BIBI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I MOHAN LAL MANDAL SON OF LATE BALAI CHANDRA MONDAL, RESIDING AT RAIDANGA, NEBADITA COLONY, PO-DURGAPUR, PS- COCKE OVEN, PASCHIM BARDHAMAN-71301, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAN LAL MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT DURGAPUR COURT ON 20/02/2024. THAT MOHAN LAL MANDAL AND MOHAN LAL MONDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I MOHON DAS, S/O RASIMAY DAS @ RASMY DAS, R/O VILL & PO-DLAULTABAD, DIAMOND HARBOUR, PIN-743503, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAN DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/04/2024, THAT MOHAN DAS AND MOHAN DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Ruksa Bibi (old name) W/O Mohammed Rafique Ahmed, residing at 69E, Dr. Sudhir Bose Road, P.S.- Waugtunge, Kolkata- 700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ruksana Begum (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/04/2024. Ruksana Begum (new name) and Ruksa Bibi (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Uma Shrivastava (old name) W/O Praveen Shrivastava, D/ O Late Sadasivan Venkatraman, residing at Flat- 2303, Tower-5, Urbana Complex, P.S.- Anandpur (E.K.T.P), Kolkata- 700107, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Uma Venkatraman (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/04/2024. Uma Venkatraman (new name) and Uma Shrivastava (old name) both are same identical person.

আপনার চুল অনুযায়ী হেয়ার প্যাক করুন



চৈত্রের খর আবহাওয়ায় চুল রক্ষা হয়ে পড়ার ঝুঁকি বাড়ে। ঝলমলে চুলের জন্য তাই বাড়তি যত্নও নিতে হবে। নারকেল তেলকে বলা হয় প্রাকৃতিক কণ্ঠশনার। চুলের যত্নে এই তেলই ব্যবহার করতে পারেন সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন। প্রতিদিন তেল দিলেও কিন্তু ক্ষতি নেই। উষ্ণ নারকেল তেলের সঙ্গে সামান্য লেবুর রসও যোগ করে নিতে পারেন। অতিরিক্ত চুল পড়লে নারকেল তেলের সঙ্গে আরও কিছু প্রাকৃতিক উপকরণ যোগ করে বিশেষ তেল তৈরি করে নেওয়া যায়। এ ছাড়া সবার জন্যই প্রয়োজন হেয়ার প্যাক। চুলের ধরন অনুযায়ী হেয়ার প্যাক ব্যবহার করতে হবে সপ্তাহে এক দিন। এই সময়ে চুলের যত্ন নেওয়ার এমন সব উপকরণের আদ্যোপাত্ত জানানেন হারমনি স্পার আয়ুর্বেদিক রূপবিশেষজ্ঞ রাহিমা সুলতানা।

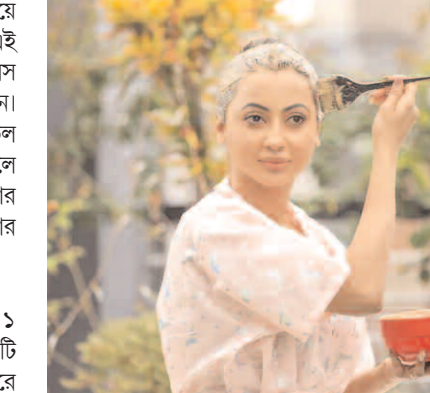
তেল মালিশের সহজ নিয়ম

স্টিলের বাটিতে তেল নিন। অন্য একটি বড় পাত্রে গরম জল নিন। এর ওপর তেলের বাটি

রাখুন। তেলটা উষ্ণ হয়ে উঠলে বাটি নামিয়ে নিন। চাইলে লেবুর রস যোগ করতে পারেন এই সময়ে। সব ধরনের চুলের জন্যই তেলে লেবুর রস দেওয়া ভালো। খুশকি থাকলেও উপকার পাবেন। এই তেল ভালোভাবে মালিশ করে নিন। তেল মালিশের পর গরম জলেতে ভেজানো তোয়ালে মাথায় জড়িয়ে রাখুন ২০ মিনিট। যেদিন হেয়ার প্যাক লাগাবেন, সেদিন তোয়ালে সরিয়ে রাখার পর প্যাকটি লাগাবেন।

স্বাস্থ্য চুলের জন্য
প্যাক তৈরি করতে প্রয়োজন হবে ত্রিফলার গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, মেথি ১ টেবিল চামচ, টক দই আধা কাপ, অ্যালোভেরার নির্যাস আধা কাপ। সঙ্গে নিন ১টি ডিম। সব উপকরণ ব্লেন্ড করে প্যাক বানিয়ে ফেলুন। এই প্যাকও আধা ঘণ্টা পর ধুয়ে শ্যাম্পু করে ফেলতে হবে। সবশেষে কণ্ঠশনার ব্যবহার করতে ভুলবেন না।

অতিরিক্ত চুল পড়লে
চুল পড়ার সমস্যায় বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন বিশেষ ১টি তেল। এ জন্য ৪টি আমলকী, ১ টেবিল চামচ মেথি, ১ চা-চামচ কালিজিরা, ১ টেবিল চামচ কারিপাতা এবং ৮টি মতো লবঙ্গ একসঙ্গে খেঁতো করে নিন। একটি পাত্রে এক লিটার নারকেল তেল নিয়ে তাতে ওই খেঁতো করা মিশ্রণটি যোগ করুন। হালকা আঁচে জ্বাল দিন। নেড়েচেড়ে দিন যতক্ষণ না খেঁতো করা মিশ্রণের জলীয় অংশটা মিশে যায়। এরপর চুলা থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করে ছেঁকে নিন। কাচের বোতলে সংরক্ষণ করুন। ব্যবহারের আগে স্টিলের পাত্রে তেল নিয়ে গরম জলের বড়



পাত্রের ওপর রেখে উষ্ণ করে নিতে পারেন। **চেউখেলানো চুল যাদের পছন্দ নয়**
এক কাপ জলেতে ১ টেবিল চামচ তিসি ভিজিয়ে রাখুন। ১৫ থেকে ২০ মিনিট পর হালকা আঁচে জ্বাল দিন। জ্বাল দেওয়ার সময় মিশ্রণটি নেড়েচেড়ে দিন। আঠালো হয়ে এলে নামিয়ে ছেঁকে নিন। ঠান্ডা হলে মিশ্রণটি জেলের মতো হয়ে যাবে। এবার এই জেলের সঙ্গে আধা কাপ টক দই নিন। আরও নিন অ্যালোভেরার নির্যাস আধা কাপ পরিমাণ। সব উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে লাগিয়ে নিন। এক ঘণ্টা পর হাত দিয়ে টেনে টেনে সোজা করে নিন চুল। এরপর ধুয়ে ফেলুন। শ্যাম্পু করুন এবং কণ্ঠশনারও লাগিয়ে ফেলুন। প্রতি সপ্তাহে তিসির জেল তৈরি করাটা ঝঞ্জাটের মনে হলে একবারে একটু বেশি পরিমাণে তিসি এবং সেই অনুপাতে জল নিয়ে জ্বাল দিয়ে নিতে পারেন। একই নিয়মে জেল তৈরি করে কাচের বয়ামে ভরে ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। তবে ব্যবহারের আগে ফ্রিজ থেকে বের করে জেলটি প্রথমে ঘরের তাপমাত্রায় আনুন। অতটা অপেক্ষা করতে না চাইলে সামান্য গরম পানি মিশিয়ে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় নিয়ে আনুন। অন্যান্য উপকরণ ব্যবহারের সময়ই যোগ করতে হবে।

গ্রীষ্মের সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে জাগীরোড ও শিয়ালদহের মধ্যে চলাচল করবে এসি স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ০৭ এপ্রিল : গ্রীষ্মের সময় যাত্রীদের ক্রমবর্ধমান ভিড় সামলাতে ১২ এপ্রিল থেকে ২৯ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত জাগীরোড ও শিয়ালদহের মধ্যে উভয় দিক থেকে বারো ট্রিপের জন্য একটি এসি স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই রুটে চলাচল করা অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা এই গরমের সময় স্বাচ্ছন্দে ভ্রমণের জন্য এই এসি স্পেশাল ট্রেনের সুযোগ নিতে পারবেন। সেই অনুযায়ী, স্পেশাল ট্রেন নং. ০৩১০৫ (শিয়ালদহ-জাগীরোড) ১২ এপ্রিল থেকে ২৮ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবার শিয়ালদহ থেকে সকাল ০৯.০০ টায় রওনা দিয়ে পরের দিন সকাল ০৬.৩০ টায় জাগীরোড পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময়, স্পেশাল ট্রেন নং. ০৩১০৬ (জাগীরোড-শিয়ালদহ) ১৩ এপ্রিল থেকে ২৯ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবার জাগীরোড থেকে দুপুর ০১.০০ টায় রওনা দিয়ে পরের দিন দুপুর ০১.০০ টায় শিয়ালদহ পৌঁছবে। ১৬টি এসি-৬



টিয়ার কামরা নিয়ে গঠিত এই স্পেশাল ট্রেনটি উভয় পথে যাত্রার সময় গুয়াহাটি, গোয়ালপাড়া টাউন, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ জলপাইগুড়ি, কিমানগঞ্জ, মালদা টাউন, জঙ্গীপুর রোড, আজিমগঞ্জ, বাস্তেল, নৈহাটি হয়ে চলাচল করবে। এই স্পেশাল ট্রেনের স্টপেজ ও

সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোশ্যাল মিডিয়া প্রাক্টিসেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

কর্ণাটকের চিত্রদুর্গায় বাস দুর্ঘটনায় নিহত ৪, আহত ৩০

চিত্রদুর্গা, ৭ এপ্রিল : যাত্রী বোঝাই বাস উল্টে ভয়াবহ দুর্ঘটনা কর্ণাটকের চিত্রদুর্গায়। রবিবার সাতসকালে বেঙ্গলুরু থেকে গোবর্গ যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাসটি। দুর্ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান দুজন। হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয়েছে আরও দুই যাত্রীর। আহত অন্তত ৩০। আহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে সূত্রের খবর। জানা গেছে, অন্ততপক্ষে ৫০ জন যাত্রী ছিল ওই বাসে। আহতদের উদ্ধার করে হোশালকুরে তালুক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনায় ৩০ জনেরও বেশি যাত্রীর আহত হওয়ার খবর এসেছে। তাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা ছিল অশঙ্কাজনক। হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয়েছে ওই দুই যাত্রীর। এখনও অবধি দুর্ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। ঘটনার একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। স্থানীয়রা জানাচ্ছে, ওই রাস্তায় প্রায়ই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বড় গাড়ি। যার জেরে আহত ও নিহত হান বৃহৎ মাত্রা।

গ্রেটার নয়ডার রেস্তোরাঁয় আগুন, হতাহতের নেই

গ্রেটার নয়ডা, ৭ এপ্রিল : উত্তর প্রদেশের গ্রেটার নয়ডার একটি রেস্তোরাঁয় ভয়াবহ আগুন লাগে। শনিবার রাতের এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর মেলেনি। দমকলের এক আধিকারিক সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। দমকল বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, আগুন লাগার খবর পাওয়ার পরই দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। দমকলকর্মীদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুন লেগে কেউ আহত বা নিহত হননি। এর আগে বুধবার উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদ জেলার ভাইসালি এলাকায় একটি গাড়ির শোরুমে ভয়াবহ আগুন লেগেছিল। এক আধিকারিক সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

মেদিনীপুর শহরের মির্জা মহল্লা মেলা ময়দানে ইফতারের আয়োজন



দূরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৭ এপ্রিল : পবিত্র রমজান মাসে দাওয়াত এ ইফতার এর আয়োজন ছিল। মেদিনীপুর শহরের মির্জা মহল্লা মেলা ময়দানে প্রতিবাদের মতন এই বছরও ইফতারের আয়োজন করা হয়েছিল মেদিনীপুর পুরসভার তরফে। আর এই ইফতার পাটিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী জুন মালিয়া। অভিনেত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জুন মালিয়ার পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন খান, ভাইস চেয়ারমণ অনিমা সাহা, সৌরভ বসু, ফাদার তিনসেন্ট লোবো, মৌলানা আজহার আলী, স্বামী মিলনানন্দ মহারাজ সহ অন্যান্য অতিথিবর্গরা। এইদিন জুন মালিয়া বলেন প্রতিবাদের মতন এবারও আমরা এই সম্প্রদীতির উসবে নিজেদের শামিল করেছি। কোন ভোটের প্রচার নয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বহাল রাখতে প্রতিবারের এবারও এই ইফতারের আয়োজন করা হয়েছে। আমি ঈশ্বরের কাছে দোয়া করব সবাই যেন ভালো থাকেন এবং আপনারা যেভাবে আমাকে এত বছর ধরে সাহায্য করে এসেছেন এবারও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন, আমার পাশে থাকবেন। আমিও এত বছর আপনাদের পাশে থেকেছি এবং পাশে থাকবো। এদিন অন্যান্য মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষদের সাথেই ইফতার সারলেন উপস্থিত অতিথিবর্গরা ।



কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের ফলিমারী অঞ্চলের দশটি পরিবার তৃণমূল ছেড়ে আজ বিজেপিতে যোগদান করে। কোচবিহার জেলা বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে তাদের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন বিজেপির জেলা সভাপতি সুকুমার রায়। বিজেপির দাবি তৃণমূলের সন্ত্রাসের কারণে বহু মানুষ তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করছে। আগামী দিনে আরো বহু মানুষ বিজেপিতে যোগদান করবে।

যাত্রী সহায়তায় রেলওয়ে হেল্পলাইন নাম্বার ১৩৯



৬ এপ্রিল : ইস্টার্ন রেলের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য যাত্রীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা। যাত্রীদের সুরক্ষার স্বার্থে এবং তাদের অভিযোগ ও মতামত প্রদানের প্রক্রিয়াকে সহজ করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় হেল্পলাইন নম্বর ১৩৯ সর্বক্ষণের জন্য সেবা প্রদান করছে। পূর্ব রেলওয়ে নেটওয়ার্কে ভ্রমণ করা যাত্রীরা ১৩৯ ডায়াল করে বিভিন্ন সেবা পেতে পারেন। এর মাধ্যমে যাত্রীদের সমস্যা গুলি দ্রুত নিষ্পত্তি করা হয় এবং রেল সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের তৎক্ষণদদি সমাধান পাওয়া যায়। যাত্রীরা ট্রেন সমন্বিকিত অভিযোগ করতে, ফ্রেট পার্সেলের অনুসন্ধান করতে, স্টেশন সংক্রান্ত সমস্যা নিবন্ধন করতে, নিরাপত্তা বা চিকিৎসায় সাহায্য অনুরোধ করতে, বা রেল-সম্পর্কিত তথ্য অনুসন্ধান করতে এবং নিজস্ব মতামত জানাতে তারা ১৩৯ হেল্পলাইন ব্যবহার করতে পারেন। পূর্ব রেল বিভিন্ন স্টেশনে এবং শোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় হেল্পলাইন নাম্বার ১৩৯ সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা অভিযান পরিচালনা করছে।

উত্তর পূর্ব রেল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষকতায়, ষষ্ঠ গেমগুলি সৈয়দ মোদী রেলওয়ে স্টেডিয়াম, গলফ কোর্স এবং রেলওয়ে অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত

গোরখপুর, ৬ এপ্রিল : নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে অ্যাসোসিয়েশনের (এনইআরএসএ) পৃষ্ঠপোষকতায়, ষষ্ঠ গেমগুলি সৈয়দ মোদী রেলওয়ে স্টেডিয়াম, গলফ কোর্স এবং রেলওয়ে অডিটোরিয়ামে, ০৫ থেকে ০৭ এপ্রিল, ২০২৪ পর্যন্ত অফিসার এবং তাদের পরিবারের জন্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সদস্য - ০৬ এপ্রিল, ২০২৪, জাল্পিং প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার দ্বিতী দিনে সকাল ০৭ টায়, ওয়াকথনটি সবুজ পতাকা দেখিয়ে উত্তর পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিসেস সৌমা মাধুর উদ্বোধন করেন। হেডকোয়ার্টার ও ডিভিশনের রেলওয়ের কর্মকর্তারা ওয়াকথনে অংশ নেন। এছাড়াও বান্ধোটল (মহিলা বিভাগ), ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, দাবা, টেবিল টেনিস, ক্যারাম, দাবা মজার খেলা ইত্যাদি খেলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচে লখনউ ডিভিশন দল প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত সময়ে ৬ উইকেট হারিয়ে

৭১ রান করে। জবাবে হেডকোয়ার্টার ব্লু-এর দল ০২ উইকেট হারিয়ে ৭২ রান করে ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে, যেখানে হেডকোয়ার্টার ব্লু-এর বীর বাহাদুর অপরাজিত ৪৬ রান করেন। এর আগে, সেমিফাইনাল ম্যাচটি লখনউ বিভাগ এবং জেনারেল ম্যানেজার একাদশ এবং হেডকোয়ার্টার ব্লু এবং বারাগঙ্গী বিভাগের দ্বাা খেলা হয়েছিল। যেটিতে হেডকোয়ার্টার ব্লু বারাগঙ্গী বিভাগকে ০৯ উইকেটে এবং লখনউ বিভাগকে জেনারেল ম্যানেজার একাদশকে ২৪ রানে হারিয়ে ফাইনালে প্রবেশ করেছে। ভলিবলের প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচে হেডকোয়ার্টার লখনউ মণ্ডলকে ২৫-১৬, ২৫-১৭ এবং দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচে ইজ্ঞতনগার মণ্ডল ২৫-১৮, ২৫-১৭ গেমে বারাগঙ্গী মণ্ডলকে পরাজিত করে ফাইনালে প্রবেশ করে।টেবিল টেনিস ৫০ প্লাস বয়সী মহিলা বিভাগে ফাইনাল ম্যাচে নন্দী চৌধুরী সাধনা গুণ্ডাকে ১২-১০, ১২-১০, ১১-০৯ পর্যায়ে, ক্যারাম বোর্ড মহিলা বিভাগে

সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে এক সিভিক ভলেন্টিয়ারকে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ এপ্রিল : সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে এক সিভিক ভলেন্টিয়ার কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠলো প্রতিবেশী দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। রবিবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে রতুয়া থানার সামসি এলাকায় । লোকসভা ভোটের মুখে প্রকাশ্যে সিভিক ভলেন্টিয়ারকে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় সামসিতে তুমুল উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। এই ঘটনায় মৃত সিভিক ভলেন্টিয়ারের পরিবারের পক্ষ থেকে হামলাকারী আব্দুর রহমান, তার দুই ছেলে কাবাতুল্লা রহমান, মোহাইমেন রহমান সহ তাদের দলবলের বিরুদ্ধে রতুয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্ত আব্দুর রহমান মৃতের সম্পর্কে কাকা। খুনের ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্তরা। মৃত দেহটি উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। এদিকে এই ঘটনার পর পুলিশের সামনেই অভিযুক্তদের



যুবকের নাম রুহুল আমিন (৩০) তার বাড়ি সামসি এলাকায়। রতুয়া থানায় সিভিক ভলেন্টিয়ার হিসাবে কর্মরত ছিল ওই যুবক। বেশ কিছুদিন ধরে রুহুল আমিনের পরিবারের সাথে আব্দুর রহমানের

৮ শতক জায়গা নিয়ে বিবাদ চলছিল। এমনকি সেই বিবাদ পুলিশ পর্যন্তও গড়াই। এর আগেও জমির



দখলদারি নিয়ে ওই দুই পরিবারের বিবাদ থামে নি। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন সকালে ওই ৮ শতক জায়গার নিয়ে নতুন করে কাকা ও ভাইপোর বচসা শুরু হয়। তখনই আব্দুর রহমান এবং তার দুই ছেলে

দলবল নিয়ে প্রকাশ্যেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করে সিভিক ভলেন্টিয়ার রুহুল আমিনকে। মৃতের এক আত্মীয় ম.হুম্মদ আঞ্জুমান জানিয়েছেন , ৮ শতক জায়গা নিয়েই ওদের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিবাদ চলছিল । যাদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ উঠেছে , তারা এই জায়গাটা দখল করে ঘর উঠানোর চেষ্টা চালাচ্ছিল। সিভিক ভলেন্টিয়ার রুহুল আমিন জায়গা ঘোরার প্রতিবাদ করেছিল। কারণ ওই জায়গার মধ্যে ওদেরও অংশ ছিল। এদিন সকালে এই জায়গার দখলদারি নিয়ে ফের নতুন করে গোলমাল শুরু হয়। তখনই অভিযুক্তরা প্রকাশ্যে রাস্তায় ধারালো অস্ত্র নিয়ে রুহুল আমিনের ওপর চড়াও হয় এবং তাকে কুপিয়ে খুন করে। রতুয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, সিভিক ভলেন্টিয়ার খুনের ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্তরা। তাদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

জটেশ্বর আসছেন অভিনেতা দেব

দূরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৭ এপ্রিল : আগামী কাল অর্থাৎ সোমবার দুপুরে ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর আসছেন অভিনেতা দেব। জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী প্রকাশ চিক বড়াইকের সমর্থনে রোড শো করবেন অভিনেতা। ইতিমধ্যে, জটেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে তৈরি করা হয়েছে অস্থায়ী হেলিপাড। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, হেলিকপ্টারে করে সরাসরি জটেশ্বরে আসবেন অভিনেতা দেব। তারপর জটেশ্বর কাজলী হস্ট বজার থেকে জটেশ্বর নোয়ারপুল পর্যন্ত রোড শো করবেন তিনি। ইতিমধ্যেই দেবের ওই কর্মসূচিকে ঘিরে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছে তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে।

বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে সভা করবেন মোদী

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ এপ্রিল : রবিবার জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডঃ জয়ন্ত কুমার রায় এর সমর্থনে সভা করবেন নরেন্দ্র মোদী। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি মহকুমার ময়নাতলী, লাল স্কুল সারপু এলাকায়। আর শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। একদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী টানা কয়েকদিন জলপাইগুড়ি জেলায় থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং লোকসভা ভোটকে কেন্দ্রকে একেবারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদীর সরকারকে তুলে ধরুন। আজ দুপুরে ২,১০ মিনিট মোদী আসার সময়। তবে কোন বিষয়কে সামনে রেখে লোকসভা নির্বাচনের বৈতরণী পার করতে চাইছে মোদী সরকার এবং আজকের মধ্যে এসে কি বার্তা দেয় সেটাই এখন দেখার বিষয়।

হাতির হানায় মৃত্যু মাছতের

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ এপ্রিল : হাতিকে খাবার দিতে এসে হাতির হানায় মৃত্যু হল এক মাছতের। আহত আরো একজন। মাথাপুর ইস্কন মন্দিরের হাতি শালার ঘটনা। মৃত মাছতের নাম সমুদ্র রাভা (২৭)। বাড়ি আদামার কামরূপ জেলার ডুলিয়া গাঁও জানা গিয়েছে গতকাল রাতে দুটি হাতিকে খাবার দিয়ে গিয়ে একটি হাতি ওই মাছতকে পিলারের সঙ্গে চেপে ধরে।এরপর ওই মাছতকে মায়াপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিসকের মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিন ওই মাছত অন্য একটি হাতির মাছত বাঁচাতে আসেন। কিন্তু তিনিও হাতির পিঠ থেকে নামতে গিয়ে পড় গিয়ে জখম হন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিসাধীন। অন্যথাকে এই ঘটনা কোনো প্রতিক্রিয়া দিতে চাইনি ইসকন কর্তৃপক্ষ।

তৃণমূল-বিজেপির প্রচার

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ এপ্রিল : মালদায় জোর কদমে চলছে, তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির প্রচারা। মালদা উত্তর থেকে মালদা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা প্রচারে একে অপরকে টেকা লেগছে।প্রচারচলছে মালদা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শাহনওয়াজ আলী রায়হান, জেলা পরিষদের সভাপতিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, উত্তর চি্তুপুর অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে।



১২৯ নং ওয়ার্ডের জাগরণী কালী মন্দিরের সামনে দেওয়ল লিখন চলছে ।

বিরোধী দলগুলির প্রচারে গণিখান চৌধুরীর নাম উঠে আসছে

মালদা, ৭ এপ্রিল। মালদার রূপকার হিসেবেই পরিচিত প্রয়াত প্রাক্তন রেলমন্ত্রী এ.বি.এ গণিখান চৌধুরী। বয়স জনিত কারণে আঠারো বছর আগে ২০০৬ সালে মারা গিয়েছিলেন গনিখান চৌধুরী। তবুও আজকের দিনেও নির্বাচন আসলে গণি যিনে গীত নেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির । লোকসভা নির্বাচনের মুখে মালদার দুটি কেন্দ্রেই এখন যেন বিরোধী দলগুলির সেই গণিখান চৌধুরী ভরসা। যদিও জেলা তৃণমূলের সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সির দাবি, গনিখান চৌধুরী স্মরণীয় একজন ব্যক্তিত্ব । তিনি একসময় উন্নয়ন করেছেন। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মানুষের ঘরে ঘরে যেভাবে উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দিয়েছে তা বিগত দিনের সব কিছু উন্নয়নকে ছাপিয়ে গিয়েছে। বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত বলেন, আজকের দিনে গণি মিথ সম্ভব নয় । একসময়, গনিখান নিঃসন্দেহ মালদার রূপকার ছিলেন। আজকের বর্তমান কংগ্রেসের প্রজন্ম গণির সেই কাজ কোনদিনই করতে পারবে না। এদিকে কংগ্রেসের দক্ষিণ মালদার প্রার্থী তথা গণিগণের ভাইপো ইশাখান চৌধুরীর বক্তব্য, গণির বিপ্লব নেই । মালদা শুধু নয় , গোটা কথলাকে উন্নয়নের রূপ দেখিয়ে গিয়েছিলেন গনিখান চৌধুরী। তাই নির্বাচন আসলে বিভিন্ন দলগুলি তাকে চর্চায় রাখেন।

উল্লেখ্য , ১৯৮০ সালে অবিভক্ত মালদা লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রথমবার জিতে সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছিলেন আবু বরকত আতাউর গনিখান চৌধুরী । সেই শুরু একটানা আটবার মালদা থেকে সাংসদ হিসাবে অপরাজয়ের থাকার রেকর্ড করেন বরকত সাহেব । ২০০৬ সালে তার মৃত্যুর পর নির্বাচন হয় এই লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হন বরকত সাহেবের ভাই আবু হাসেম খান চৌধুরী (ভালু)। তাকেও খালি হাতে ফেরায় নি মালদার মানুষ । অবিভক্ত মালদা এবং পরবর্তীতে দক্ষিণ মালদা মিলিয়ে একটানা পর পর চারবার সাংসদ নির্বাচিত হন ডাবুবাবু। এবিএ গণি খান চৌধুরী, তিনি কথলা মন্ত্রী , রেলমন্ত্রী থাকাকালীন জেলায় বহু উন্নয়নমূলক কাজ করছেন। কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছেন। মোটা মালদার মানুষ এখনো তাকে ভুলতে পারে নি। তবে সময়ের সাথে সাথে রাজনৈতিক গতিবিধিও পরিবর্তন হয়েছে। গনিখান চৌধুরী আজ নেই । তবে এখনো মালদার মানুষ তাকে শ্রদ্ধা করেন। গণিখান ময়াজি বা তার নামে ভোট প্রচার করে বিভিন্ন দলগুলি। গনিখান চৌধুরী প্রয়াত হওয়ার পর মালদা শহরের বিভিন্ন এলাকায় কোথাও পূর্ণবয়স মূর্তি আবার কোথায় আবক্ষ মূর্তি বসানো হয়েছে। রাজ্য যুব কংগ্রেসের সম্পাদক কুনাল ক্রান্তি চৌধুরী বলেন, বরকত সাহেব শুধু মালদার কাজ করেন নি। গোটা পশ্চিমবঙ্গে কাজ করে গিয়েছেন। কলকাতার মেট্রোরেল চালুর বিষয়ে বরকত সাহেবের অবদান রয়েছে। আজও তার নামেই ভোট হয়ে আসছে। বিভিন্ন দল গুলি গনি খান সাহেবের নাম প্রচারে তুলছেন। ইংরেজবাজার শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি বলেন, মালদা জেলায় গনিখান চৌধুরীর নাম সব সময় থাকবে। কারণ, তিনি মালদার রূপকার। লোকসভা নির্বাচনে তার নাম থাকবে এটাও সত্য। তবে মানুষ এখন ভরসা করেছে দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জীকে। আজকের দিনে বাংলার আদি কেউ উন্নয়ন করতে পারেন তার নাম মমতা ব্যানার্জি। একসময় গনিখান চৌধুরী সঙ্গে মমতা ব্যানার্জির ভালো সম্পর্ক ছিল। মালদার মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস গনিখান চৌধুরীর পর যদি কেউ উন্নয়ন করতে পারে সেটি হচ্ছে মুখামন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

জমি নিয়ে বিবাদ,রাতের ঘুম ঘুচেছে অসহায় দম্পতির

দূরন্ত বাতর্, মালদা, ৭ এপ্রিল : জমি নিয়ে বিবাদ। আদালতের দ্বারস্থ অসহায় দম্পতিসংমামলা তুলতে বাড়িতে ঢুকে হুমকি সিভিকের।অভিযোগ উঠেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের বিরুদ্ধে।এমনকি কেটো থেকে জমি সংক্রান্ত মামলা না তুললে ভবিষ্যতে এই দম্পতি ও তার পরিবারকে দেখে নেওয়া হবে বলেও হুমকি দিয়েছে ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার এনএনটিই অফিসে। বর্তমানে ওই দম্পতি নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছে। ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভগবানপুর এলাকায়।এ বিষয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন পটেন দাস। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ওই ভবিষ্যত বাসিন্দা পটেন দাস আর্থিক অভাবের কারণে তার ১৪ শতকের জমি কুশিদা এলাকার এক ব্যবসায়ীকে ৯০ হাজার টাকার বিনিময়ে বন্ধক দেন।কিন্তু এক বছর পর এই জমির বন্ধকের টাকা ফেরত না দেওয়ায় ওই ব্যবসায়ী পটেনের কাকি তথা সিভিক ভলেন্টিয়ার স্বপন দাসের মায়ের কাছে বিক্রি করে নেয়।এরপর পটেনবাবু পুনরায় স্বপন দাস ও তার পরিবারের কাছ থেকে চার লক্ষ টাকার বিনিময়ে ওই জমি কিনে নেন।কিন্তু ১৪ শতকের পরিবর্তে মাত্র পাঁচ শতক জমি তাকে ফেরত দেওয়া হয়।আর বাকি ৯ শতক জমি ফেরত চাইতে গেলে সিভিক ভলেন্টিয়ার স্বপন দাস তাকে হুমকি দিতে থাকে।এরপরেই পটেন দাস চাঁচল মহকুমা আদালতে এই নিয়ে মামলা করলে তাদের পরিবারের উপর হুমকি এবং অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায় বলে অভিযোগ। অভিযোগের ভিত্তিতে সিভিক ভলেন্টিয়ার স্বপন দাসকে চাকরি থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। চাকরি চলে যাওয়াতে পটেনবাবুর পরিবারের উপর আক্রমণ বেড়ে যায়।এ প্রসঙ্গে পটেন দাস বলেন ‘আমি ১৪ শতক জমি বন্ধক রেখেছিলাম কুশিদা এলাকার ব্যবসায়ী বাসুদেব আগারওয়াল এর কাছে।কিন্তু বাসুদেব আগারওয়াল ওই জমিটা আমার কাকির কাছে বিক্রি করে দেয়।আমি টাকা জোগাড় করে ওদের দাবি মত ওই জমি আবার চার লক্ষ টাকায় কিনে নি।কিন্তু পাঁচ শতক জমির দখল দিয়েও বাকি ন’শতক জমির দখল দেখনি।আর এই নিয়ে বলতে গেলে আমার পরিবারের উপর স্বপন দাস নিজের প্রভাব খাটিছে এবং একের পর এক আক্রমণ করছে।আমার পরিবারকে কুর্কটিকর ভাষায় হুমকি দিচ্ছে। যদিও সিভিক ভলেন্টিয়ার স্বপন দাস তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে।বাবসায়ী শনির আগারওয়াল জানান,পটেন দাস তাদের কাছে জমিটি বিক্রি করেছিল।এখন সে মিথ্যা কথা বলছে।এই নিয়ে চাঁচল মহকুমা আদালতে সিভিিক মামলা করা হয়েছে।অপরদিকে পটেন দাস তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা এসেছে।এ প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন তবে অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করা হচ্ছে।

রবিবাসরীয় প্রচারে ঝড় তুললেন উত্তর মালদা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ এপ্রিল : রবিবার সকালে পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ী অঞ্চলের নারায়ণপুরের গনি খান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সামনে থেকে মোরির সাইকেল র্যালির সঙ্গে হুড খোলা গাড়িতে প্রচার করেন তিনি। মঙ্গলবাড়ী অঞ্চল সহ ভাবুক অঞ্চল,সাহাপুর অঞ্চল এবং মুচিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে বাইক র্যালির মাধ্যমে ভোট প্রচার সারেন তৃণমূল প্রার্থী। প্রচারে প্রার্থী জানান, কর্মীদের উচ্ছ্বাস দেখে আমি খুশি। নির্বাচনে আমার জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। এই রবিবাসরীয় প্রচারে প্রার্থীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সবার মুখার্জি ,পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান তথা মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কার্তিক ঘোষ, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি বাবলা সরকার, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজি দাস সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব।

